INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

28th July, 1975.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Monday the 28th July, 1975 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, 3 Ministers of state, 1 (one) Deputy Speaker, Dy. Minister and 30 Members.

OBITUARY REFERENCE.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I shall first make an obituary reference to the passing away of Shri Durga Prasad Dhar.

"Mr. D. P. Dhar, India's Ambassador to the Soviet Union and one of Country's most accomplished diplomats, died on the 12th day of June, 1975.

An aristocrat born in a feudal family, influenced by Nehru, Durga Prasad Dhar made his mark as an administrator, diplomat and a skilled negotiator, Politician and Parliamentarian.

A man of affable and charming manners, Durga Prasad had the great capacity to get around his opponents and intensely work towards the achievement of goals.

Born in Sreenagar into an old Kashmiri family in April, 1918, Durga Prasad graduated from S. P. College, Srinagar in 1937 and secured a law degree from the University of Lucknow in 1939. He than started practice as an advocate at the Jammu and Kashmir High Court but gradually started drifting towards politics. He came into, contact with Jawharlal Nehru when he was a student of Law College at Lucknow. He became a member of the Kashmir Notional Conference in 1940 and under went a prison term during the "Quit Kashmir" movement started by Sheikh Abdullah.

In 1947 when pakistan invaded Kashmir, Durga Prasad organised Civil defence measures in Srinagar and its outskirts. In the emergency administration formed in the State, Durga Prasad became Home Secretary Later in 1948 he was appointed Deputy Home Minister and retain that position till 1957.

A member of many Indian delegations abroad including several to the U. N. O. Mr. Dhar was a member of the State Constituent Assembly which confirmed Kashmir's accession to India. He played vital role to counter U. N. Secretary Council move for induction of neutral administration into the Kashmir State by convening the State Constituent Assembly to ratifiy the verdict of accession to India in 1951. Subsequently. He also led the forced to strengthen Kashmir's link with India. He held various portfolios as Minister of Kashmir Government from 1961 to 1968 he left State Politics and was appointed as India's Ambassador in Moscow.

Durga Prasad Dhar played a notable part in strengthening Indo-Soviet relation leading to the Indo-Soviet Treaty. He also played a very important role in events of 1971 that culminated in substential changes in the sub-contenent.

An August, 1971 he was appointed Chairman of the Policy Planning Committee in the Ministry of External Affairs and was instrumental in paying the way for the Indo-Pakistan summit talk at Simla in 1972

In July, 1972 Durga Pasad joined the Union Cabinet as Minister for planning. He paid special attention to the underdeveloped areas of the Country.

In 1975 he was again assigned to one of the most important deplomatic positions and returned as ambassador to Soviet Union

This House keeps on records the great reverence, respect to the departed soul and shares sympathy with members of his bereaved family.

I would request the members to stand on their legs and observe silence for two minutes as a mark of respect to the departed soul.

(Two minutes silence was observed

Mr. Speaker :— Thank you.

INTIMATION BY THE SPEAKER REGARDING GOVERNOR'S ASSENT TO THE BILL.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, The Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill, No. 3 of 1975) received the assent of the Governor on the 10th June. 1975.

GOVERNMENT BUSINESS (MOTION),

Mr. Speaker :—Next item of business is Government Motion. I would request Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Parliamentary Affiars to move his motion.

Shri D. K. Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move—

"That this House resolves that the current Session of the Tripura Legislative Assembly being in the nature of an emergent Session to transact certain urgent and important Govenment business, only Government business be transacted during the Session and no other business to be initiated by a private member be brought before or transacted in the House during the Session and all relevant rules on the subject in the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislatiye Assembly do hereby stand suspended to that extent."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে মোশনটা এনেছি, সেটা জরুরী অবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে। আমরা দেখেছি যে লোকসভায় এই দৃষ্টান্ত আছে, ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৭১ সালে এইরূপভাবে শুধু সরকারী বিষয়ে আলোচনার জন্য, অন্যান্য রুলস্ এবং প্রসিডিউরগুলো—সমস্ত কিছু বন্ধ রেখে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যাতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যায়, সেইভাবে মোশান আনা হয়েছিল এবং সেইভাবে লোকসভায় কাজ হয়েছে। আমরা জানি ২৬শে জুন রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের কতকগুলো জরুরী সরকারী বিষয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। ১৯৭১-৭২ সালে যখন নাকি নির্বাচনে আমাদের দেশের জনতা অন্যান্য বিরোধী পক্ষগুলোকে নির্মূল করে দিয়ে কংগ্রেস সরকারকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল তখন থেকে বিরোধী দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আর কোন পথ না পেয়ে এবং তাদের যে পরিকল্পনাগুলো, সেগুলো জনতার নিকট গ্রাহ্য না হওয়ায়, সরকারী পরিকল্পনাগুলোকে ব্যাহত করবার জন্য এবং সরকার যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে সেই মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করবার জন্য তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন সুরু করল যেটা নাকি জনতার স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা দেখেছি যে গুজরাটে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে উত্তেজিত করে তারা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রার্থীকে পদ/ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং সেইভাবে বিধানসভার কাজ ব্যাহত করে সেই বিধানসভাকে ভঙ্গ করতে তারা সচেষ্ট হয়েছিল এবং তারপরই তারা আক্রমন করল বিহার রাজ্যে। সেখানে আমরা দেখেছি নানারকম বে-আইনী কাজের মাধ্যমে তারা মর্যাদা সম্পন্ন সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্য তারা তোড়জোড় সুরু করেছিল এবং ২১শে জুন থেকে ২৫শে জুনের মধ্যে কতগুলি সভা সমিতি করে তারা সমস্ত দেশে বে-আইনী কার্য্যকলাপের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমরা দেখেছি যে বড় বড় নেতাদের তারা হত্যা করবার উদ্যোগ করেছিল এবং এল, এন. মিশ্রকে হত্যা করেছিল এবং জানতে পারা যায় আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সশস্ত্র বাহিনী আছে সেই সশস্ত্র বাহিনীকে পর্য্যন্ত তারা উত্তেজিত করেছিল যাতে দেশে আজকে সমস্ত বে-আইনী কার্য্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে এবং যাতে তারা এই মর্য্যাদা সম্পন্ন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা শাসন ক্ষমতায় আসতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা বিশ্বাস করে না, যদি করত তাহলে ৫ বৎসরের জন্য জনতা যে সরকার গঠন করে দিয়েছিল সেই পাঁচ বৎসর ধৈর্য্য ধরে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কার্য্যকলাপের দিকে যদি তারা এগিয়ে যেত তাহলে ভবিষ্যতে জনমত তাদের পক্ষে

আসে কিনা সেটা তারা দেখতে পেত। কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করে তাঁরা করল কি আইন সঙ্গতভাবে যে সরকার আছে সেই সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্য তারা উদ্যোগ আয়োজন করল, পুলিশ বাহিনীকে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দিল। সরকারী কর্মচারীদের যারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো রূপায়ন করার কাজে যাবে তারা যাতে তাদের কাজ সঠিকভাবে না করতে পারে সেদিকে তাদের পরিচালিত করার 'চষ্টা করল এবং সমস্ত দেশে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি করল। এই অবস্থায় কোন মর্য্যাদা সম্পন্ন সরকারের এবং জনতার সরকার এটা সহ্য করতে পারে না। আজকে তাদের উন্নতির জন্য জনতার সরকার গঠণ করেছিল. সরকারের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং পাঁচ বৎসরের যে পরিকল্পনাগুলি নিয়েছেন সেইগুলি যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় এবং সেটা জনকল্যানে আসে সেদিকে তাদের চেষ্টা করে যেতে হবে এবং সেই দিকে যদি তারা এই মেশিনারীকে উচ্ছেদ করবার জন্য অগণতান্ত্রিকভাবে তাদের আহ্বান করে তাহলে পৃথিবীর কোন সরকার সেটা সহ্য করবে না এবং আমাদের সরকারও তা সহ্য করবে না। আজকে যে ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত গঠন করবে তাদের মধ্যে যে উচ্ছৃংখলতা এনে দিয়েছে তাতে দেশের কল্যান বা মঙ্গল হতে পারে কিনা সেটা সরকারের দেখাতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষক আজকে ছেলেদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে লেখাপড়া নষ্ট করে আজ তাদের মধ্যে যে রাজনীতির দাবানল সৃষ্টি করতে চাইছে এবং যাতে তারা লেখাপড়া শিখে সুস্থ নাগরিক না হয়ে উঠতে পারে সেটা দেখেও সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আজকে সরকারী কর্মচারীরা ও তাদের দায়িত্ব অনুসারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করে দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের মুখে খাবার এবং কাপড় যুগিয়ে দেবে। আজকে সেগুলি যদি আমরা না করতে পারি তাহলে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধীদলগুলি তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে দিকে সেই দিক থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের। আজকে ব্যবসায়ীরা যারা সৎভাবে ব্যবসা করে উপার্জন করে যাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে দেশের মধ্যে সেটা নষ্ট করার জন্য তারা একদল উঠে পরে লেগেছিল এবং অসৎ উপায়ে নানাভাবে যাতে নাকি অর্থনীতি ব্যাহত করার চেষ্টা করছিল তখন সরকার বাধ্য হয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। যাতে নাকি ব্যবসায়ীরা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করে পরিবারের এবং জনগণের যে কাজ এবং তাদের প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেটা যাতে তারা পালন করে যেতে পারে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার জন্য সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। কৃষক যদি উৎপাদন না করে, শ্রমিক যদি উৎপাদন না করে, তাহলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা হয় না। আজকে দেখছি দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আজকে দেশের যে সম্পদ তার চেয়ে অর্থ আজকে বেশী হয়ে গেছে। অসৎভাবে উপার্জন করে আর অসৎ উপায়ে রোজগার করে যারা নাকি কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করেছে তারা আজকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত করে চলেছে। সেই অর্থনৈতিক ভারসাম্য যাতে ব্যাহত না হতে পারে তার জন্য জরুরী অবস্থার প্রয়োজন ছিল। আজকে কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদনের যে উন্মাদনা এসেছিল সেই উন্মাদনাকে বন্ধ করে আজকে কৃষক এবং শ্রমিককে উত্তেজিত করে সমস্ত দেশের নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। সেই বিরোধী পক্ষের লোকদের কাজ বন্ধ করার জন্য জরুরী অবস্থার প্রয়োজন। আজকে নিজেদের যে দায়িত্ব

আছে সেই দায়িত্ব পালন না করে আজকে সরকারের উপর প্রতিটি জিনিষের জন্য তার অনুগ্রহের জন্য বসে আছে। আজকে দেশের কলকারখানার উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না পায়, দেশে যদি দ্রব্য না বাড়ে তাহলে দ্রব্যের মূল্য অবশ্য বাড়বে এবং তাতে আজকে সরকার চুপচাপ করে বসে থাকতে পারেন। যাতে আজকে একদল লোকের নেতৃত্বে সরকারের কাজকর্ম ব্যাহত করে সরকারকে অর্থ নৈতিক বেড়াজালে ফেলবে বা দেশের উৎপাদন বন্ধ করবে, সরকার সেটা নিরপেক্ষভাবে চুপ করে দেখতে পারে না। সরকারের যে ক্ষমতা সেটা শুধু জনসাধারণকে শাসন করবার জন্য নয়, তাদের সেবা করা দরকার। সেজন্য আজকে দেশের জনসাধারণকে ভূমি বণ্টন করে, তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র বণ্টন করা এবং আজকে দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের যারা আছে তারা যাতে দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে এবং বিদেশের অকেজো জিনিষগুলিকে যাতে তারা আকর্ষণ না করে যেগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ,যেগুলি গ্রহণ করলে দেশের উন্নতি হবে সেগুলি যাতে তারা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য যে সমস্ত কাজ করা দরকার সরকারকে তার সবই করতে হবে। তাই আজকে যখন না ক আইন সঙ্গত সরকারকে বিতাড়ন করবার জন্য আজকে সমস্ত দেশের বিরোধী পক্ষরা—যাদের নাকি নিজেদের একজনের নীতির সংগে আরেকজনের নীতি মিলেনা, শুধু কংগ্রেস সরকারকে আজকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন আজকে যাদের উদ্দেশ্য, কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের সামনে কি আদর্শ তারা স্থাপন করবেন, কি পরিকল্পনা দেবেন, সেই আদর্শ এবং পরিকল্পনা যে সমস্ত দলের নেই, সেই সমস্ত দলের অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য আজকে দেশে জরুরী অবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি ২৬শে জুনে সেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং সেই ঘোষণাকে আজকে সমস্ত দেশের জনতা স্বাগত জানিয়েছে এবং সমস্ত দেশের জনতা আজকে একটা নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে আজকে যেন হাফ ছেড়ে বেঁচেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে ভবিষ্যতে তাদের দেশ উন্নত হবে, ভবিষ্যতে দেশের উৎপাদন বেড়ে যাবে, ভবিষ্যত বংশধরেরা নূতনভাবে নূতন জীবন এবং নূতন উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং দেশের দায়িত্ব নিতে নিজেদের তৈরী করতে সক্ষম হবে। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে আজকে রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, সেই জরুরী অবস্থাকে আজকে সমর্থন জানাবার জন্য আজকে শুধু সরকারী কাজ এই বিধান সভায় করতে হবে এবং সেই সরকারী কাজ করবার জন্য আজকে আমাদের বিধানসভা ডাকা হয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যাতে নাকি অন্যান্য কাজ বন্ধ রেখে, সেই জরুরী অবস্থার বিষয় ঐ সরকারী কাজগুলি পরিচালনা করতে পারি, তার জন্য আশা করি সমস্ত সদস্যরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন, এবং স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি তাদের কাছে এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আমাদের সাংবাদিককে বাইরে রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— কিসের সাংবাদিক ?

শ্রীঅনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'দেশের ডাক'এর সাংবাদিক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শুধু মাত্র দৈনিক সংবাদের রিপোর্টারস যারা, তারাই আসতে পারবেন।

Now any other person willing to participate in the discussion ?

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরা বিধান সভার অধিবেশন চলাকালীন যে সমস্ত সরকারী কর্মসূচী আছে, বিশেষভাবে জরুরী অবস্থার কথা বিবেচনা করে, ঐগুলি ছাড়া অন্য বিষয়বস্তু এই বিধানসভায় আলোচনা না করার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমাদের দেশে গত জুন মাসের ২৬শে তারিখ, ভারতের রাষ্ট্রপতি আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, সেই জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে এই ঘোষণার প্রতি এবং তার পরবর্তী সরকারী কার্যকলাপের প্রতি ব্যপক সমর্থন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা দেখে আমি ত্রিপুরার জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সর্বান্তকরণে সন্তোষ প্রকাশ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে একটা জটিল জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে কেউ যদি একথাটা এইভাবে বিচার করতে চায় যে ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় থাকার জন্য আরেকটা গোষ্ঠির সংগে এটা একটা সাধারণ রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিষয়, এইভাবে যদি বর্তমান অবস্থাটাকে বিচার করতে চান, তাহলে আমি বলব ঘটনাটা তা নয়। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি, সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের সাথে উত্তর উত্তর দৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তিতে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি এবং আমাদের দেশের জাতীয় শিল্প সংস্থা ইত্যাদি যে সমস্ত প্রগতিশীল কাজকর্ম গত স্বাধীনতার পর থেকে যতটুকু প্রগতিশীল কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, সমস্তকিছুকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য এবং এখানে একটা সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রীয়াশীল, ফ্যাসিষ্ট—একনায়কতান্ত্রিক একটা সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি মদতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী দলগুলির সরাসরি উদ্যোগে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে চলছিল, ভারতবর্ষের সমগ্র পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে ধ্বংশ করে দেওয়ার জন্য এবং সেই পরিকল্পনা জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরবর্তীকালে আরও সুস্পষ্ট হয়েছে যখন দেখা গেছে আনন্দমার্গ, আর. এস. এস এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির যে সমস্ত অফিস তদারকী করা হয়েছে, সেই সমস্ত অফিসে যেমন দিল্লীতে আর. এস. এস. 'র অফিসে বহু অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে এবং বহু মার্কিন কার্টুজ পাওয়া গেছে, মিলিটারী পোষাক পাওয়া গেছে এবং এই ধরণের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে যা দেখে আমার পরিস্কার বুঝতে পারি। জনৈক কংগ্রেস নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে ২ হাজার কর্মীকে সংগঠিত করা হয়েছিল দিল্লীতে ২৯শে জুন গোলমাল ঘটাবার জন্য, কাজেই এই যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যার পেছনে সমগ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ'এর সরাসরি সহযোগিতা আছে, সরাসরি মদত আছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী—ভারত সরকার এবং তার পরবর্তীকালে

যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত ন্যায়সংগত এবং অত্যন্ত যুক্তিসংগত হয়েছে। যদি এই সমস্ত গোলমালকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের আরও সময় দেওয়া হত, এই অবস্থা চালিয়ে নেওয়ার জন্য, তাহলে আমাদের দেশের পক্ষে একটা মারাত্মক ক্ষতিকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যেত। কাজেই এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া শক্তি কেউ কেউ বলেছেন গণতন্ত্র। কার গণতন্ত্র ? ফ্যাসিষ্ট-দের গণতন্ত্র ? ডিক্টেটারশিপ যারা কায়েম করতে চায়, তাদের গণতন্ত্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ'এর দালালদের জন্য গণতন্ত্র ? এই ধরণের গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই। ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই ধরনের গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না। বর্তমান ব্যবস্থা গণতন্ত্র-এর উপর কোনরকম আঘাত সৃষ্টি করা হয় নাই। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারিত করে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার একদিন আগে, অর্থাৎ ২৫শে জুন তারিখে জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লীতে মিটিং করে আমাদের দেশের সৈন্য বাহিনীকে যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আমাদের দেশের রক্ষী বাহিনীকে দেশদ্রোহী হওয়ার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাদের যেভাবে শাস্তির জন্য ধমক দিয়েছেন, আমাদের দেশের আনন্দবাজার, ষ্টেটস্‌ম্যান ইত্যাদি একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের পরি-চালিত একটি সংবাদ পত্রও তার বিরুদ্ধে বলেনি, এডিটরিয়েলে পর্যন্ত বলেনি, এটা কি গণতন্ত্র ? একটা মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একটা নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মিলিটারী বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া, মিলিটারী বাহিনী যাতে নানা ধরণের নাশকতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়, তার জন্য পরামর্শ দেওয়া, উস্কানি দেওয়া, এটা কোন ধরণের গণতন্ত্র, এই গণতন্ত্রের মুখোসকে, এই ষড়যন্ত্রকে আমাদের দেশের একটা সংবাদ পত্রও—সি. পি. আই পরিচালিত সংবাদপত্র ছাড়া অন্যকোন সংবাদপত্রই একটা এডিটরিয়েলেও প্রকাশ করেনি, এটা কোন ধরণের গণতন্ত্র ? কাজেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি কোন সেন্‌সার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আমাদের দেশের পক্ষে, আমাদের ডেমক্রেসীর পক্ষে, আমাদের অগ্রগতি, উন্নতির পক্ষে এটা হয়েছে মংগলজনক। আমাদের দেশ এমন কোন গণতন্ত্র স্বীকার করতে পারেনা, যারা গণতন্ত্রকে ডেষ্ট্রাক্ট করার জন্য যারা গণতন্ত্রকে সেবটেজ করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটা ডেমক্রেসী এই ধরণের ডেমক্রেসীর প্রতি কোন ডেমক্রেটের কোন বিশ্বাস নেই। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর কোন দেশেরই বিশ্বাস নেই। আমরা দেখছি সমগ্র আফ্রো-এসিয়ান প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহ আমাদের বর্তমান এই জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছে। আমরা দেখছি সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ এই জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছে। কিছু কিছু মার্কিন সংবাদপত্র তার বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা মূলক প্রচার চালাচ্ছে, কাজেই পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝি বর্তমান পরিস্থিতিকে কারা বিরোধীতা করছে এবং কারা সমর্থনে করছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের অগ্রগতির স্বার্থে, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের স্বার্থে ভারতবর্ষের জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে, সার্বভৌমত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে এই জরুরী অবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন, এই জরুরী অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। তার যদি আরও দেরী করা হত তাহলে ঘটনাবলী হত করাল, মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক। কাজেই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর এবং

ভারতবর্ষের সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কাজ করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জরুরী অবস্থার প্রথম আঘাত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের উপর। কিন্তু যদি আমরা মনে করি সে তারা পরাস্ত হয়ে গেছে তাহলে আমরা ভুল করব। তাদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ভিত্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তার জন্য আমরা মনে করি ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী যে ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন যে কর্মসূচীতে ভূমি সংস্কার কার্যকরী করার ব্যবস্থা আছে, যে কর্মসূচীতে সিলিঙ বহির্ভূত জমি ক্ষেত মজুরদের এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, উত্তরোত্তর কর্মসংস্থান ব্যবস্থার অগ্রগতির সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি আছে, শ্রমিকদের ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এই সমস্ত ঘটনা এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের উপর মহাজনী শোষণের ব্যবস্থার যে সমস্ত পরিস্থিতি আছে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আমাদের দেশে উপজাতি-দের সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার যে সমস্ত জমি ক্ষেত দেওয়ার আইন কানুন সৃষ্টি করেছে, সেই সমস্ত ঘটনাবলীকে কার্যকর করার জন্য, আমাদের দেশের শ্রমিক কর্মচারীকে সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত, যুক্তি সঙ্গত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে প্রধানমন্ত্রীর ২১ দফা কর্মসূচীকে কার্যকর করা, আজকে জরুরী অবস্থার পরবর্তীকালে ঘটনাবলীকে শক্তিশালী করার জন্য এটা হল একমাত্র ব্যবস্থা এবং আরও অনেক ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে যাতে একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠী, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বৃহৎ ভূস্বামী গোষ্ঠী, আরও সংকোচিত হয়, তাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেওয়া যায় সেই সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। টেক্সটাইল কোম্পানী এবং চিনির কলগুলি সম্পর্কে আমাদের একটা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। আমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকরী করার জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু জরুরী অবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার এবং বর্তমান জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে যারা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনে গণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র করতে চায় সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। আমাদের দেশে জনতার মধ্যে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে জরুরী অবস্থা সম্পর্কে। গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে প্রধান মন্ত্রীর কর্মসূচী কার্যকরী করার স্বপক্ষে। সেই সমস্ত কর্ম-সূচীকে কার্যকরী করার জন্য যে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিশেষভাবে কংগ্রেস পার্টি এবং সি, পি, আই, পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবে এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত এবং গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা উচিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ কমিটি গঠন করা উচিত যাতে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে কার্যো রূপায়িত করা হচ্ছে কিনা যুক্ত কমিটি গঠনের মারফতে এইদিকে অগ্রসর হওয়া দরকার আমির অত্যন্ত আনন্দের সংগে লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিছুদিন আগে যে মিটিং করেছেন সেই মিটিঙে প্রস্তাব করেছেন, কংগ্রেস পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টি সি, পি, আই, এর মত, এদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরে গণ কমিটি গঠন করার জন্য যাতে প্রধান মন্ত্রীর কর্মসূচীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা যায় যাতে

শুধু অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তুলে রাখা না যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জানা উচিত আমাদের দেশের মানুষের একটা ন্যায় সঙ্গত বিক্ষোভ আছে বর্তমান অর্থ নৈতিক অশান্তি সম্পর্কে। সেই বিক্ষোভকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করতে হবে, অর্থ নৈতিকভাবে পরাস্ত করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান জরুরী অবস্থার পক্ষে উদ্যোগ সৃষ্টি করতে হবে, জনসাধারণ তখন নিজেই বুঝবে যে আমাদের দেশ নতুনভাবে এগিয়ে চলছে। আমি বিশেষ করে, ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন এর ঘটনাবলী আমাদের দেশে একটা র‍্যাডিকেল চেঞ্জ এনে দেওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুনের পূর্ব্ববর্তীকাল আর কখনও ফিরে আসবে না। এই বর্ত্তমান অবস্থাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি আহ্বান করছি কংগ্রেস পার্টি, কমুানিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল যারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চায় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাদের যুক্ত উদ্যোগ সৃষ্টি করা উচিত। এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি ভারতবর্ষ প্রগতিশীল দেশ। এই প্রগতিশীল দেশের প্রগতিবাদী যে নেতা তারা যুগ যুগ দেশকে রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে এসেছেন। আমাদের স্বাধীনোত্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে, স্বাধীনতার পাওয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ বার বার চেষ্টা করেছেন এই ভারতবর্ষকে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য। শুধু এই দেশের নেতৃবৃন্দ নয়, আমরা শাস্ত্রমত যদি দেখি সেখানে ভগবান বলেছেন—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থান অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং। বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্, পরিত্রাণায় সাধুনাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" সুতরাং ভগবানের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ রয়েছে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য। সেই পবিত্র ভারতবর্ষের মাটিকে, পবিত্র ভারতবর্ষের মানুষকে, পবিত্র ভারতবর্ষের সৃষ্টিকে যারা ধ্বংস করতে চায়, ভগবানের সংগে সুর মিলিয়ে এই দেশের নেতারা তাদের শাস্তি বিধান করবেন এটা বিচিত্র কি? এটা স্বাভাবিক কথা। আমাদের নেতা প্রায় সময়েই যারা নেতৃত্ব করে এসেছেন, যারা এই দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন তারা বলে এসেছেন বার বার যে আমরা এই দেশকে রক্ষা করব, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখব। তাদের শিক্ষার পথ, তাদের বাঁচার পথ, তাদের চলার পথে সর্ব্বরকমে সাহায্য সহায়তা এবং সর্ব্বরকমের ব্যবস্থা করব এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে প্রতি সময়েই, প্রতি বারেই ভারতবর্ষের মানুষের সামনে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি এবং নেতারা দিয়ে থাকেন ভারত-বর্ষকে রক্ষা করার জন্য। সেখানে আমরা বিগত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেও এই দেশের চিন্তাশীল নেতারা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানের যে ২১ দফা প্রতিশ্রুতি তাও রয়েছে। যখনই এই দেশের দুষ্কৃতিকারী মানুষ দেখল যে ভারতবর্ষের নেতারা সেই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে, সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের যে নৈরাশ্যবোধ ভাব মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই মনের ভাব থেকে

তারা মুক্তি পাবার জন্য কতগুলি অন্যায় ইলীগেল আচরণের মাধ্যমে সেই সুষ্ঠু পরিকল্পনাকে ব্যহত করবার জন্য চেষ্টা সুরু করল। সেই চেষ্টা শুধু দুই তিন মাস আগে থেকে নয় বা দুই তিন বছর আগে থেকে নয়, তারা অনেকদিন আগে থেকেই—সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লাভের পর থেকেই একদল মানুষ তারা দেশকে সর্বনাশ করবার জন্য, গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে আসছে, কিন্তু কোন সময়েই তারা শক্তভাবে দানা বাধতে পারে নাই, পারে নাই এই-জন্যে যে ভারতবর্ষের মানুষ তাদের স্বীকার করে নাই। শেষ পর্যন্ত তারা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছাল, তারা সমস্ত জায়গাতে, সমস্ত কিছুতেই একটা ধ্বংশাত্মক মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হল, তারই ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পাই বিগত কয়েক মাস পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃষ্টিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য, সেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী নেতাদের ধ্বংশ করে দেওয়ার জন্য তাদের ভারতবর্ষ থেকে ইহ জীবনের জন্য বিদায় নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংচেয়ে সরল ছাত্র সমাজকে বিভিন্নভাবে উষ্কানি দিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে এবং সহজ সরল মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্ষেত খামার থেকে, ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে, শুধু তাই নয়, তারা গোপনে ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীর মধ্যেও ঢুকে সেই সামরিক বাহিনীকে ধ্বংশ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের নেতাদের অবশ্যই প্রয়োজন ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে একটা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একটা জমিকে আগাছা থেকে রক্ষা করতে হলে যেমন সমস্ত আগাছাকে উচ্ছেদ করতে কোন ভাল কৃষক, কোন জমির মালিক কোন দুশ্চিন্তা করেনা, তার ফসলকে রক্ষা করার জন্য যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করে, তেমনি ভারতবর্ষের মানুষকে রক্ষা করার জন্য, আগাছাস্বরূপ যে দুষ্কৃতিকারী, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য ভারতবর্ষের নেতারা চিন্তা করবেন তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। প্রয়োজনে আগাছাকে চিরতরে উচ্ছেদ করাই এই দেশের মানুষের এবং নেতৃবৃন্দের কাম্য। তাই আমরা দেখতে পাই যখন দুর্নীতির একটা বিভীষিকার ছবি, ভারতবর্ষের চারদিকে একটা চক্রান্তের বেড়াজালের মত সৃষ্টি হয়ে গেল, তখন প্রয়োজন হল দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা। জরুরী অবস্থা কিসের জন্য? জরুরী অবস্থা আমরা জানি যুদ্ধের বিভীষিকার সময় যখন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকেনা, যে কোন জায়গায় মানুষের জীবন নিয়ে একটা ধ্বংশের মুখে পরবার উপক্রম, তখনই প্রত্যেক দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়, অথবা যখন দেখি বহিশত্রুর আক্রমণ ভারতবর্ষের উপর বা যে কোন দেশের উপর অনবরত হতে থাকে, যার ফলে দেশের ধন সম্পদ নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই দেশের একদল মানুষ—যুদ্ধ নয়, বহিশত্রুর আক্রমণ না হলেও, তাদের হাত ছানির মধ্য দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তাকে ধ্বংশ করার জন্য অগ্রসর হয়েছে, তাতে বহিশত্রুর সরাসরি আক্রমণ যদি নাও করে বহির্দেশীয় মানুষের চক্রান্তে আবদ্ধ হয়ে, তাদের সম্পদে পুষ্ট হয়ে, তাদের দালাল স্বরূপ এই দেশকে সর্বনাশ করবার জন্য জায়গায় জায়গায় ক্যারসাজী আরম্ভ করে দিয়েছিল, তারা বলছেন এটা তাদের রাইট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার শান্তি সংসদ কমিটির যে সভা হয়েছিল, সেখানে তিনি বলেছিলেন রাইটস এবং ডিউটীজ সম্বন্ধে। মানুষের যেমন অধিকার

আছে, তার সরকার থেকে পাওয়ার জন্য এবং তার সরকারকে দেওয়ার জন্য কতকগুলি কর্তব্য ও আছে এবং এখানে যদি কেউ মনে করে আমি দেশের সম্পদ পুড়িয়ে দেব, দেশের বিধানসভা নষ্ট করে দেব, দেশের ইণ্ডাষ্ট্রিজ ধ্বংশ করব, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বনাশ করব এবং যদৃচ্ছা বাক্য ব্যবহার করব, সেই যদি বলে এটা আমার রাইট, তবে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজন আছে তাদের ডিউটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আমাদের এই ডিউটি, এই সমস্ত পাগলকে ধ্বংশ করে এই সমস্ত দেশের চক্রান্তকারীদের বিনষ্ট করে। নিজের ক্ষমতাকে যদৃচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে রাইট বলে মনে করা, সেখানে যে তাদের কর্তব্য রয়ে গেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে, সুনাগরিক যারা তাদের রাইটকে খর্ব করে, ভারতের কন্‌ষ্টিটিউশান এইরকম রাইট্ কাউকে দেয় নাই কিন্তু এইরকম পরিস্থিতি আরম্ভ হয়েছিল দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, যদৃচ্ছ ক্ষমতার ব্যবহার করে, যদৃচ্ছভাবে বাক্যের ব্যবহার করে, মানুষের জীবন যদৃচ্ছভাবে হনন করে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় সেই বিশৃংখলতা, উশৃংখলতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রতিটি জায়গার সংগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় উশৃংখলতা ঢুকে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি পথে, ঘাটে লুঠতরাজ, পথে ঘাটে মানুষের নিরাপত্তার অভাব। অনেক মানুষ একথা বলেছেন যে আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করি, আমাদের চলার পথে জীবন হানির আশংকা আছে এবং আমাদের মত ভাল মানুষের থাকার মত অবস্থা নাই। এক জাতীয় মানুষের প্ররোচনায়, এক জাতীয় রাজনীতিবিদ—যাদের আমরা রাজনীতি বলে আখ্যা দিতে পারিনা, তারা দলের স্বার্থে বিদেশীদের সংগে চক্রান্ত করে মানুষের এইরকম সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছিল, যেখানে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিলনা, সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। যখন এই সরকার—এখানকার নেতৃবৃন্দ ভূমি সংস্কার আইন করে ভারতের ভূমিহীন মানুষের মধ্যে খাস ভূমি বন্টন করে দিয়ে এবং বাস্তুহীন মানুষকে বাস্তু এবং ভূমিহীন মানুষকে ভূমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল, তার সুযোগে সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্য জায়গায় জায়গায় মানুষকে উস্কানি দিয়েছে। এই উস্কানির ফলে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গায় কমিটি করে ট্রাইবেল ভাইদের সরল মনের সুযোগ নিয়ে, একদল লোক নোটিশ দিচ্ছে, জানে তারা যে একটা সরকার এখানে আছে, তথাপি সরকারকে অবহেলা করে, সরকারের আইনকে অঙ্গুলি দেখিয়ে অবহেলা করে, নোটিশ দিয়েছে জনসাধারণকে তোমাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে, এই সরকারকে খাজনা দেওয়া চলবে না। সাতদিনের মধ্যে যদি উচ্ছেদ না হও, তোমাদের মস্তক থাকবে না শিরের মধ্যে, যদি তোমরা সরকারের কথা শোন তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। এই উস্কানি দিয়েছে কারা? একদল রাজনীতিবিদ যাদের দক্ষিণপন্থী বলা হয়, তারা এই উস্কানি দিয়ে নোটিশ দিয়েছে। কোন সুন্দর সরকার, কোন চিন্তাশীল সরকার স্থির থাকতে পারে না যে তার দেশের অভ্যন্তরে আরেকটা শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, আরেকটা শাসন ব্যবস্থা ক্রিয়া করবে, দেশকে সর্বনাশ করবার জন্য, সেটা কোন সরকার সহ্য করতে পারে না। বহু সহ্য সহকারে সরকার লক্ষ্য করেছে যে এইরকম অবস্থার কোনরকমে উপশম করা যায় কিনা, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য এবং তাদের ভূমি সংরক্ষণের জন্য, ভূমি থেকে যাতে

উচ্ছেদ না হয়, তার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে রক্ষা করার জন্য আজকে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন পড়েছে। কারণ এই সমস্ত ছদ্মবেশী উশৃঙ্খল এবং ছদ্মবেশী ধ্বংসকারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এই দেশের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কলকারখানায় সুন্দর এবং সুষ্ঠু-ভাবে কাজ চালিয়ে যাও এবং প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক শ্রমিককে তাদের ন্যায্য দাবী দিয়ে যাতে তারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে সেটা আমরা করব এবং দেশের প্রডাকশান বাড়াবার জন্য আমরা সর্বরকমের শক্তি প্রয়োগ করব, সেখানে দেখা গেল কলকারখানার মধ্যে মানুষকে, শ্রমিককে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে তোমরা দাবী তোল আমরা কাজ করব না, কলকারখানায় উৎপাদন বাড়াব না, আমরা কি চাই? আমরা চাই আমাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা, আমাদের যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু বিনা শ্রমে আমাদের কাছে আসুক। যেহেতু আমাদের দাবী আছে, আমাদের যেহেতু অধিকার আছে সরকারের কাছ থেকে আমাদের খাবার পাওয়ার, সুতরাং আমরা কোন কাজকর্ম করব না। এই উস্কানী দেওয়া হল তাদের কাছে যে তোমরা যদি অল্প কাজ কর বই নাও কর তাহলেও সরকারের ডিউটি তোমাদের রক্ষা করা। কিন্তু সরকারের ও ইরকম কোন ডিউটি নাই যে তোমরা কলকারখানায় কাজকর্ম করবে না আর দেশের সম্পদকে না বাড়িয়ে তোমাদের যদৃচ্ছা দাবী নিয়ে তুমি চলবে। সেটা হতে পারে না। পরে দেখা গেল যে এই উশৃঙ্খলতায় জড়িয়ে পরে অনেক জায়গায় কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হল এবং দেশের সম্পদকে নষ্ট করবার জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় রেলে আগুন ধরিয়ে দিল, রেল ধ্বংস করে দিল; বহু জায়গায় লুটপাট করেছে এবং বহু জায়গায় কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে আমরা কাজ করব না। সেখানে বহুবার এই সরকার, বহুবার নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে যে না তোমরা সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ কর। তোমাদের সমস্ত অধিকার আমরা রক্ষা করব। এইভাবে আলোচনা হয়েছে, শুধু আলোচনা নয়, বহুবার তাদের কাছে গিয়ে তাদের যতটুকু পাওনা দিতে পারে সরকার ততটুকু দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে সেখানেও দেখা যায় আগুন লেগেছে, মানুষ মারার পরিকল্পনা হয়েছে। সেখানে ছদ্মবেশী একদল রাজনীতিবিদ সেখানে তারা উস্কানি দিয়েছে। যখন দেখা গেল যে কলকারখানাতেও উস্কানি দিয়ে মানুষের সর্বনাশ করছে, ভূমির নিরাপত্তা নেই, যখন দেখা গেল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নাই সেখানে অবশ্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি স্কুল কলেজে হাঙ্গামার ব্যবস্থা, সেখানে ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে তাদের জীবনকে নষ্ট করবার জন্য ব্যবস্থা করেছে, সেখানে বিদেশী টাকায় পরিপুষ্ট হয়ে একদল লোক তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, দেশের সম্পদ যে ছাত্র, তারা ভবিষ্যতের মানুষ হয়ে দেশকে পরিচালনা করবে, সেখানে যদি প্রথমেই এই ধরণের সর্বনাশ করা হয় তাহলে এই দেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে না। এখানে সুষ্ঠু নেতা গড়ে উঠবে না। সেখানে তাদের পরীক্ষার সময়ে দেখা গেছে একদল লোক গিয়ে ঢুকে তাদের পরীক্ষাকে বানচাল করে দিয়েছে। তারা নিজেরাও পড়াশুনা করবে না অন্যদেরও পড়াশুনা করতে দেবে না। সেই ছাত্ররা ভয় পেয়েছে যে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নাই; সুতরাং যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

এবং যেখানে কৃষিক্ষেত্রে, ভূমির ক্ষেত্রে, ইণ্ডাস্ট্রীর ক্ষেত্রে এইভাবে আরম্ভ করা হয়েছিল সর্ব্বনাশ করা, সেখানে জরুরী অবস্থার প্রয়োজন ছিল। জরুরী অবস্থা একদিনে আসে নাই বা শুধু ইচ্ছা হয়েছে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সেজন্য আসে নাই। একদল মানুষকে বিভ্রান্তির পথ থেকে রোধ করার জন্য সরকার বহুবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যখন দেখা গেল বিদেশী রাষ্ট্রের কারসাজীতে তারা পরিপুষ্ট এবং এই দেশকে তারা সর্ব্বনাশ করবে তখন যুদ্ধের মত জরুরী মনে করে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তাকে, দেশের সম্পদকে রক্ষা করার অবশ্য প্রয়োজন এবং এই সমস্ত আগাছা মানুষকে ধ্বংস করতে হবে সেই সময়ে সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের অনেকেই বলেন যে আমাদের গণতন্ত্র আছে, অনেক চক্রান্তকারী রাজনীতিবিদ্ এই কথা বলে থাকেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা পেয়েছি, দেশের মানুষ এই অধিকার পেয়েছে। ভোট দিয়ে যে প্রতিনিধি তারা পাঠিয়েছে তাদেরকে এই কথা বলে দেওয়া হয় নাই যে তোমরা আমাদের দেশের ধন সম্পদকে নষ্ট করে যাও। কিন্তু গণতন্ত্রকে নষ্ট করতে গিয়ে এই সমস্ত প্রতিনিধি যা করছেন তাতে যারা তাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিল তারা তাদের প্রতিনিধি বলে এই সমস্ত লোককে এখন স্বীকার করে না। কারণ তারা জানে যে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য তারা তাদের পাঠিয়েছে সেই গণতন্ত্রকে তারা অপবিত্র করেছে, তাদেরকে এই জায়গা থেকে সরতেই হবে। তারা নেতার উপযুক্ত নয়। কয়েকজন মানুষকে, কিছু চক্রান্তকারীকে তারা নিজেরা বুঝতে না ভোট দিয়ে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠিয়েছিল। আজকে তারা তাদের কাছ থেকে সরে গেছে এবং তাদের মধ্যে হায় হুতাশ এবং হতাশা এব নৈরাশ্যের ভাব দেখা গিয়েছে। আজকে প্রত্যেকটি মানুষ এই দেশের জরুরী অবস্থাকে মেনে নিয়েছে এবং এই সমস্ত চক্রান্তকারীকে ধ্বংস করবার জন্য সর্ব্বত্র, পথে ঘাটে মাঠে বাড়ীতে এই পরিস্থিতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে তারা সমর্থন করে। আজকে আমরা দেখি বড় বড় ব্যবসায়ীরা মানুষের সম্পদ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তারা একটা ফাটকা বাজারের মাধ্যমে আটকিয়ে রেখেছিল। সেটাও একজাতীয় দুর্নীতি। মানুষ তার খাদ্যের জন্য গিয়েছে, পায় না। সেখানে ন্যায্য মূল্যে পায় নাই। আজকে দুই মাসের মধ্যে দেখা যায় কি যেখানে কোন জিনিষের দাম ১০ টাকা ছিল সেখানে সেটা ৪ টাকায় এসেছে। যে কাপড় ২০ টাকা ছিল, সেটা আজকে ১২ টাকায় এসেছে। যে কেরোসীন তেল পাওয়া যেতনা, আজকে অত্যন্ত সহজে সে কেরোসীন তেল পাওয়া যায় এবং যে সরিষার তেল'এর দাম আমরা ১৪ টাকা, ১৫ টাকা পর্য্যন্ত লিটার কিনেছি, সেখানে আজকে সাত টাকার নীচে সেই সরিষার তেল পাওয়া যায়, যে ডালের দাম তিন টাকা ছিল, এখন সে ডাল দুই টাকা, সোয়া দুই টাকায় পাওয়া যায়, যেখানে চাউল পাওয়া যেত না, বাজারে গেলে চাউল দেখা যেতনা, আজকে অতি সহজে চাউল পাওয়া যায়। কিসের জন্যে? এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী মানুষ, তারা গোপনে সেখানে ওত পেতে বসেছিল মানুষের সর্ব্বনাশ করার জন্য, কিন্তু আজকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ফলে, ভয়ে যে দুষ্কৃতি মানুষকে স্থান দেওয়া হবেনা, মুনাফাবাজীদের স্থান দেওয়া হবে না, যারা দেশের মধ্যে জিনিষ-পত্র লুকিয়ে রাখে, তাদের স্থান দেওয়া হবেনা, এই কারণে আজকে তারা বাধ্য হয়ে তাদের লুকানো জিনিষপত্র বাজারে ছেড়ে দিয়েছে, তাই আজকে মানুষকে জিনিষপত্র আমরা সহজে

াদতে পারছি, সেইজন্যই মানুষ আজকে এই জরুরী অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আজকে আরও কি হয়েছে? জরুরী অবস্থা ঘোষণার সংগে সংগে মানুষ সর্বত্র আজকে একথা বলেছেন যে ইদানীংকালে আমরা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার বসবাস করছি, জানিনা সেটা কি অবস্থা। আমরা যারা লেখাপড়া জানি, আমরা যারা বুঝি, আমরা হয়তো বুঝি যে দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত একটা পরিস্থিতি, একটা ধ্বংশকারী পরিস্থিতির মুখে দেশকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ এটা করেছেন, সাধারণ মানুষ এটা বুঝেনা, তারা বুঝেছে সুন্দর এবং শৃংখল আবহাওয়ার মধ্যে দেশকে নিয়ে আসা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— আমি চেষ্টা করছি স্যার।

তারা আজকে দেখেছে যে দেশে কিছুদিন আগেও যে নিরাপত্তা ছিলনা, তাদের সেই ভয় আজকে আর নেই। আজকে জিনিষপত্র আগে যেগুলি পেত না, সেইসব জিনিষ পত্র ইদানীংকালে সহজভাবে পাচ্ছে। যেখানে স্মাগলিং হত, সেখানে স্মাগলার নেই, যেখানে গরু চুরি হত, চুরি ডাকাতি হত, সেখানে আজকে সেটা নেই। মানুষ চায় কি? মানুষ চায় তার স্বল্প পরিমাণ সম্পদ নিয়ে সুখে বসবাস করুক এবং মানুষ যখন তাদের সম্পদ নিয়ে সুখে বসবাস করতে পারে, তখনই তার নাম হয় রাম রাজত্ব, আজকে সেই রামরাজত্ব কায়েম হওয়ার পথে। কিছু সংখ্যক মানুষ যদিও তাদের আশায় বিকৃতি ঘটেছে, তাই তারা মাথায় হাত দিয়ে, মুখে হাত দিয়ে বসে গেছে, তারা আরও বসবে, এমন দিন আসবে যে দিন মাটির তলায় তাদের তলিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আজকে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা জরুরী অবস্থার নামে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে দেশের মানুষ স্বীকার করে এবং সেই পরিস্থিতিকে মানুষ সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতির দ্বারা সেই সমস্ত আগাছাস্বরূপ মানুষগুলির দুর্নীতি দমন করতে পারবে বলে সাধারণ মানুষের আশা এবং সাধারণ মানুষের কথা। স্বাভাবিক অবস্থা দেশে না আসা পর্য্যন্ত, রাম রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই দুষ্কৃতকারী মানুষকে নিষ্কৃতি দেবনা, এটাই ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মানুষের প্রতিশ্রুতি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now discussion is over, I am puting the Motion to vote.

Now the question before the House is the motion moved by Sri D. K. Choudhury, Minister of the Parliamentary Affairs that—

"This House resolves that the current session of the Tripura Legislative Assembly being in the nature of an emergent session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the session and no other business whatsoever including questions, calling attention and any other business to be initiated by a private member be brought before or transacted in the House during the session and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly be hereby stand suspended to that extent."

(The Motion was carried by 35-4 votes, one abstained.)

REPORTING AND LAYING OF THE MESSAGE OF THE RAJYA SABHA SECRETARIAT REGARDING RATIFICATION OF THE CONSTITUTION (THIRTY-NINTH AMENDMENT) BILL, 1975.

Mr. Speaker :— Now, I call on the Secretary, to report and lay the message of the Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of the Constitution (Thirtyninth Amendment) Bill, 1975.

Mr Secretary :— Mr. Speaker, Sir, in pursuance of Rule 86(2) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to report to the House that I have received a message from Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of the Amendments to the Constitution of India proposed to be made by the Constitution (Thirtyninth Amendment) Bill, 1975 as passed by the two Houses of Parliament together with copies of the Bill, as introduced in Lok Sabha and as passed by the Houses of Parliament.

I beg to lay a copy of each of these documents on the Table of the House,

Mr. Speaker : I would like to inform the House that copies of all these documents have already been circulated to the members for their information.

GOVERNMENT RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Now, the Business before the House is the Government Resolution regarding ratification of 'The Constitution (39th amendment) Bill, 1975'. I would request the Law Minister to move his resolution.

Shri M. R. Nath :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirtyninth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament, and the short title of which has been changed into "The Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সংবিধানের ১২৩, ২১৩, ২৩৯ (বি), ৩৫২, ৩৫৬, ৩৫৯ এবং ৩৬০ আর্টিকেলগুলি অ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য পার্লামেন্টে বিল এসেছে এবং সেই পার্লামেন্টে লোকসভাতে ২৩শে জুলাই তারিখে তা পাশ হয়েছে এবং রাজ্যসভাতেও ২৪শে জুলাই তা পাশ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনষ্টিটিউশনে কতগুলি আর্টিকল আছে যা পার্লামেন্টে উপস্থিত সদস্য যারা আছেন তাদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাশ করাতে হয়। নতুবা সেই আর্টিকলগুলি সংশোধন করা যায় না। তারপর সেই আর্টিকলগুলি অ্যামেণ্ডমেন্টের জন্য আবার আমাদের ইণ্ডিয়ার যে বিভিন্ন ষ্টেট আছে তার মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট ষ্টেটের রিপ্রিজেন্টেশন নিয়ে র‍্যাটিফিকেশান করে তা পাশ করে দিতে হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট অ্যাসেন্ট দেন এবং তখন সেই বিল কার্য্যকরী হয়। সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই র‍্যাটিফিকেশান বিলটা আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। এখানে সংশোধন হচ্ছে আর্টিকল ১২৩। ১২৩ আর্টিকলটা হল পাওয়ার অব প্রেসিডেন্ট টু প্রমালগেট অর্ডিন্যান্স ডিউরিং দি রিসেস অব পার্লামেন্ট। রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন যদি এমন কোন জরুরী অবস্থা বোধ হয় এবং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বোধ করেন তখন রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। এই অর্ডিন্যান্স এর অ্যাক্টের অনুরূপ ক্ষমতা থাকবে এবং পরবর্তী পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পরে ৬ সপ্তাহের মধ্যে সেই অর্ডিন্যান্সটি পাশ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই যে ১২৩ নং আর্টিকেল তাকে সংশোধন করার জন্য পার্লামেন্টে বিল এসেছে এবং সেই বিল যাতে কোর্টে, সুপ্রীম কোর্টেই হোক বা হাই কোর্টেই হোক সেটা যাতে কোর্টের জুরিসডিকশনে না যায় সেজন্য এই অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রস্তাব এসেছে। তারপর আর্টিকল ২১৩। সেটা হল পাওয়ার অব গভর্ণর টু প্রমালগেট অর্ডিন্যান্স ডিউরিং রিসেস অব লেজিসলেচারস্। আগে আমি বলেছি পার্লামেন্টের ব্যাপারে। ২১৩ আর্টিকল হল লেজিসলেচারের সম্পর্কে। যখন বিধানসভা অ্যাডজোর্ণড থাকে, কোন সিটিং হচ্ছে না, সেই সময়ে যদি গভর্ণর জরুরী প্রয়োজন মনে করেন তাহলে রাষ্ট্রপতির ইনষ্ট্রাকশন নিয়ে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন না থাকা অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। যদি রাজ্যপাল সন্তোষ্ট হন তাহলে একমাত্র সেই অর্ডিন্যান্স জারী করা যায় এবং বিধানসভা আরম্ভ হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে বিধানসভা এটা পাশ করতে হবে। সেই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা থাকবে অ্যাক্টের অনুরূপ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আসছি আর্টিকল ২৩৯ (বি)তে। সেটা হল ইউনিয়ন টেরীটরীর ব্যাপারে। পাওয়ার অব অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার অব ইউনিয়ন টেরীটরী টু প্রমালগেট অর্ডিন্যান্স ডিউরিং দি রিসেস অব লেজিসলেচার। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে পার্লমেন্ট বা বিধানসভা স্থগিত থাকার সময়ে অথবা যদি ইউনিয়ন টেরীটরীগুলোর বিধানসভাগুলি স্থগিত থাকে তাহলে সেই সময়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার যদি মনে করেন যে একটা অর্ডিন্যান্স জারী করা প্রয়োজন এবং তিনি যদি সন্তোষ্ট হন তাহলে তিনি তা জারী করতে পারেন এবং সেই অর্ডিন্যান্স হবে অ্যাক্টের অনুরূপ এবং সেই অর্ডিন্যান্স পরবর্তী বিধানসভা আরম্ভ হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে পাশ করাতে হবে।

তারপর আমি আসছি আর্টিক্যাল ৩৫২তে। আর্টিক্যাল ৩৫২ হল প্রকল্যামেশান অব ইমার-জেন্সী। সেখানে বলা আছে—"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by proclamation, make a declaration to that effect." মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি প্রেসিডেন্ট সেটিসফায়েড হন যে গ্রেভ ইমার্জেন্সী বা ইণ্ডিয়ার সিকিউরিটি বিঘ্নিত হচ্ছে, বা ইণ্ডিয়ার কোন অংশের সিকিউরিটি বিঘ্নিত হচ্ছে বা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে বা কোন যুদ্ধের আশংকা করা হচ্ছে বা এক্সটার্নেল—বহিঃশত্রুর আক্রমনের আশংকা করা যায়, বা আভ্যন্তরীন বিশৃংখলার আশংকা করা যায়, তাহলে প্রেসিডেন্ট ইমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ইমার্জেন্সী প্রেসিডেন্ট যদি সেটিসফায়েড হন, তাহলে ইমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করেন। এখানে সেই ইমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করার পর, প্রেসি-ডেন্টের সন্তোষ্টির উপর কোনরকম কোর্টের আওতায় আসবেনা, তাও সংশোধন করার কথা সেই ইমার্জেন্সী প্রভিশানের ক্লজ (২)—তে আছে, প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে সেই সাবসিকোয়েন্ট অর্ডার দ্বারা তা রিভোক করতে পারেন তারপর (বি)—তে আছে সেই প্রক্লেমেশান পার্লামেন্টের উভয় হাউসে উপস্থিত করতে হবে এবং ক্লজ (সি)—তে আছে, সেই বিল যদি দুই মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা না হয়, তাহলে তার পাওয়ার সীজড হবে এবং দুই মাসের মধ্যে উভয় হাউস দ্বারা তা পাশ করিয়ে নিতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আসছি আমি আর্টিক্যাল ৩৫৬—তে —'প্রভিশানস হন কেস অব কনষ্টিটিউশন্যাল মেশিনারী হন ষ্টেটস।' ৩৫৬ হল রাষ্ট্রপতি যদি কোন ষ্টেটের রাজ্য-পালের রিপোর্টে সন্তুষ্ট হন বা অনুরূপভাবে সন্তুষ্ট হন যে কোন রাজ্যে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে সরকার রাজ্য পরিচালনা করতে পারছে না, সরকারী মেশিনারী ফেল করেছে, তখন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সেই রাজ্যের আংশিক বা সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন এবং সেই অর্ডিন্যান্স বা ডিক্লারেশান দুই মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের দ্বারা পাশ করিয়ে নিতে হবে এবং হাউসে পাশ করিয়ে নেওয়ার পর সেই ডিক্লারেশান ৬ মাস পর্য্যন্ত বলবত থাকবে। তারপর আসছি আমি আর্টিকাল ৩৫৯—Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৫৯ আর্টিক্যালে বলা হয়েছে যে ইমার্জেন্সীর সময় পার্ট থ্রী-তে সংবিধানে যে রাইটসগুলো দিয়েছে তা নিয়ে কোর্টে যাওয়া যাবেনা। তারপর আমি আসছি আর্টিক্যাল ৩৬০-তে—প্রভিশানস এ্যাজ টু ফিনানশ্যাল ইমার্জেন্সী—যদি ভারতবর্ষের ফিনানশ্যাল ষ্ট্যাবিলিটি থ্রেটন করে, তাহলেও ফিনানশ্যাল ইমার্জেন্সী ঘোষণা করা চলে—রাষ্ট্রপতি তা ঘোষণা করতে পারেন, তাও কোন আদালতের বিচার্য বিষয় হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল বা প্রশাসক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে বিচার বিভাগের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত এটাই হল এই সংবিধান সংশোধনের মূল বক্তব্য, এই র‍্যাটিফিকেশানের উদ্দেশ্য হল তাই। রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, ৩৫২ আর্টিক্যাল অনুযায়ী, তা কোন অবস্থাতেই বিচার বিভাগের

বিচার্য বিষয় হবে না, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, সেই আদেশ আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। রাষ্ট্রপতি যে ইমার্জেন্সী ঘোষণা করেছেন, তা কোন অবস্থাতেই বিচার বিভাগে টেনে নেওয়া যাবেনা। এই সংশোধনী প্রস্তাব আসার আগে এমন কোন বিষয় বা পয়েন্ট ছিলনা, এবং কনষ্টিটিউশান সম্পর্কে আমাদের একটা ডাউট ছিল, সেই সংশয়টা নিরসনকল্পে এই সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে আসে এবং সেই র‍্যাটিফিকেশনের জন্য আমি এই হাউসে এই বিল পেশ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যাপারে আদালতের দারস্থ হওয়া অনাবশ্যক, কারণ এতে অনর্থক অর্থ ব্যয় হয়, কালক্ষেপ হয়, তার জন্য এই আর্টিক্যাল ১২৩, ২১৩, ২৭১(বি), ৩১৯, ৩২৬, ৩৫২, ৩৬০, এই আর্টিক্যালগুলি সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংসদের অধিবেশন স্থগিত থাকার সময়ে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল তাঁর যা তু সন্তুষ্টির উপর অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন, সংবিধানে তা পরিষ্কার লেখা আছে। কিন্তু সেই রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর, সেই সন্তুষ্টিকে প্রমাণ করার জন্য আদালতে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করা চলে না। কারণ রাষ্ট্রপতি আমাদের ভারতবর্ষের ফার্ষ্ট সিটিজেন, তাঁর সন্তুষ্টিকে আদালতে টেনে নেওয়া চলে না এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়েছে তার জন্য তাঁকে যদি কোর্টে সোপর্দ করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, সুতরাং সেই সন্তোষ চ্যালেঞ্জ করা আদালতে গিয়ে রাষ্ট্রের অকল্যাণ করা সংগত হবে না। এই সম্পর্কে ব্রিটিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের সময়ে আমরা দেখেছি এই নিয়ে প্রিভি কাউনসিল, হাই কোর্ট'এ অনেক চ্যালেঞ্জ হয়েছে, মামলা, মোকদ্দমা হয়েছে, কিন্তু সেই হাই কোর্ট, প্রিভি কাউন্সিল রাষ্ট্রপতির সন্তোষের আদেশ কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনা বলেই ডিসিশান দিয়েছে। অধিকন্তু যে স্থলে পার্লামেন্ট দুই মাসের মধ্যে তা পাশ করিয়ে দিতে হবে, সেই জায়গাতে আবার কোর্টে সেই আদেশ চ্যালেঞ্জ করা, তা করা চলেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সংবিধানের আর্টিক্যালগুলি আমি এখানে বললাম, তা যে কেবল বিচার বহির্ভূত তা নয়, কন্‌ষ্টিটিউশানে আরও আর্টিক্যাল আছে, যা বিচার বিভাগের বহির্ভূত রাখা হয়েছে। সুতরাং আমি হাউসের কাছে র‍্যাটিফিকেশানের জন্য যে রিজল্যুশান রেখেছি, হাউস তা পাশ করিয়ে দেবেন আমি আশা রাখি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সংশোধনী বিল এসেছে, মূলতঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে বর্তমানে ইমার্জেন্সীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে এসেছে এবং কতগুলি আর্টিক্যাল আমরা সংশোধন করতে চলেছি। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণ পন্থী এবং চরম বামপন্থী কতগুলি লোক বা দল—তারা এক জোট হয়ে গণতন্ত্রের নাম করে অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম করছিল। মাননীয় ঝুনু বাবু একটু আগে বলেছে এবং তিনি কেবল দক্ষিণ পন্থীর কথা বলেছেন, কিন্তু আমি বলব মাননীয় সদস্য, চরম বামপন্থী যারা আছে, তাঁদের কথা ভুলে গেছেন। দক্ষিণ পন্থীর সংগে আমি বলব চরম বাম পন্থী যারা আছে, তারাও জোট বেধে এই অগণতান্ত্রিক কাজ করছিল এবং তারা ডেমক্রেসীর নাম করে, ডেমোক্রেসীর মুখোস পড়ে হিপোক্রেসী, গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তারা মুখে বলছেন ডেমক্রেসী অথচ কার্যতঃ তারা অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দ্বারা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। বিচ্ছিন্ন

রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকারকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, বিধানসভার সদস্যদের বিধানসভায় আসতে দিচ্ছিলেননা, জোর করে তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছিল, জোর করে তাদের থেকে রেজিগনেশান লেটার নিয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা মন্ত্রীদের কাজ করতে দেননি, তাদের ঘেরাও করেছে; সুতরাং অগণতান্ত্রিকভাবে মন্ত্রী সদস্য, কর্মচারীরা, কাজ যাতে না করতে পারে, সেই চেষ্টা করেছে। গুজরাটে আমরা দেখেছি যে গণতান্ত্রিক সরকারকে তারা কিভাবে পর্য্যুদস্ত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করতে হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি বিহারে তারা কি করেছিল দক্ষিণপন্থী এবং চরম বামপন্থীরা মিলে। বিহারে সরকারকে তারা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের রেলের মন্ত্রীকে তারা হত্যা করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেদিন সাক্ষী দিয়েছিলেন সেদিন তারা কি করেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের প্রধান বিচারপতিকে কিভাবে আক্রমণ করেছিল। সুতরাং সেই সমস্ত অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে জরুরী অবস্থার প্রয়োজন আছে এবং সেই কারণে জরুরী অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দক্ষিণপন্থীরা পুলিশ মিলিটারীকে উত্তেজিত করেছে, তারা বিদ্রোহ করতে উস্কানি দিয়েছে। সেই কারণে জরুরী অবস্থা হয়েছে। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি মানুষ শান্তিতে বাস করছে। যদি কেউ বলে যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা হয় নাই এবং মানুষ শান্তিতে আছে তবে আমি বলব যারা এই কথা বলবে, তাদের গণসংযোগ নাই। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রপতি যে ইমার্জেন্সী ঘোষণা করেছেন সেটা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক সমর্থন করেছে এবং আজকে আমাদের প্রাইম মিনিষ্টার যে ২০ দফা কর্মসূচী দিয়েছেন অর্থ নৈতিক সংকটের দিনে সেই কার্যসূচী সম্পূর্ণ করতে পারি তাহলে দেশের লোক সুখে ও শান্তিতে বাস করবে, এই আমি আশা করি।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্রদেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বর্তমানে ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা চালু করার মত কোন অবস্থা নাই। আমরা মনে করি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আঘাত করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মারার জন্য এবং তারা যাতে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন না করতে পারে, ধর্মঘট না করতে পারে এই সমস্ত বাধা বিপত্তি তাদের ঘাড়ে চাপাবার জন্য তারা এই জরুরী অবস্থা চালু করেছে। জরুরী অবস্থা চালুর মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে পুরোপুরিভাবে আমাদের শাসন ক্ষমতা পুলিশের হাতে চলে গেছে। পুলিশী শাসন কায়েম হয়েছে। কাজেই আজকে শ্রমিক শ্রেণীর যারা তাদের বাঁচার যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আমরা জানি যে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা হওয়ার পর মালিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দিয়েছে, এটা দেওয়ারই কথা এবং শ্রমিকেরা তাদের বাঁচার জন্য যাতে কোন আন্দোলন না করতে পারে এবং তাদের যাতে মজুরী বৃদ্ধি না করতে হয় সেজন্য এই অভিনন্দন দেওয়ার কথা। তাছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীর যে অধিকার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, পুলিশী রাষ্ট্র কায়েম করেছে, পুলিশ যা করবে তাই ঠিক হবে। কারও কোনরকম আপত্তি থাকবে না, সেটা গ্রাহ্য হবে না। ২০ দফা দাবী তো আজ নতুন নয়, এবং তার জন্য তো কেউ আপত্তি করেছে বলে আমি মনে

করি না এবং তা করারও কথা নয়। ২১ দফা কর্মসূচী পালন করা একান্ত প্রয়োজন এবং জরুরী অবস্থার মধ্য দিয়ে এই ২১ দফা আসে নাই। এটা অনেক আগে থেকেই নেওয়া হয়েছিল। জরুরী অবস্থা জারী হলেই শুধু সেটা কার্যকরী করতে হবে সেটা তো কোন কথা হতে পারে না এবং ২১ দফা দাবী সেটা অত্যন্ত দরকার এবং যাতে জনসাধারণ সস্তায় জিনিষপত্র পেতে পারে সেটা অত্যন্ত ভাল কথা। কিন্তু আমরা দেখছি জিনিষপত্রের দর আজকে কেন বাড়ছে? বিভিন্ন জিনিষের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স যদি না পড়ত তাহলে জিনিষপত্রের দর বাড়তে পারত না। কাজেই বর্তমান যে ভারতবর্ষের জরুরী অবস্থা সেটা কোন মতেই চালু করা ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি না এবং যেভাবে দলীয় রাজনীতি কায়েম হয়েছে এবং ইন্দিরা গান্ধী নাকি ইণ্ডিয়া এইরকমও কোথায়ও কোথায়ও শোনা যায় এবং ফ্যাসিবাদের যে নীতি কায়েম হয়েছে সেটা ভারতবর্ষের জনসাধারণ সহ্য করবে কিনা জানি না। এক নেতৃত্বে একদলীয় শাসন, এটা চলতে পারে না। সুতরাং আমরা এই বিজ্ঞপ্তিখানের বিরোধীতা করে ওয়াক্ আউট করলাম।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এইখানে কনষ্টিটিউশনকে সংশোধন করে রাজ্যসভা এবং লোকসভা যে প্রস্তাব নিয়েছে, যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করেছে তাকে র‍্যাটিফাই বা সমর্থন করার জন্য আমাদের কাছে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আমার আগে মাননীয় ল' মিনিষ্টার এর কারণগুলি ব্যক্ত করেছেন এবং আমার বলার কিছু আগে বিরোধী দলের সদস্য এর বিরোধীতা করে তারা চলে গেলেন। কেন তারা চলে গেলেন? এই অধৈর্য্য কেন? আজকে গণতান্ত্রিক দেশে, গণতান্ত্রিক সমাজে তাদের যে বক্তব্য তারা রাখতে পারতেন এবং তার উত্তর আমাদের কি ছিল সটা তারা শুনতে পারতেন, শুনে তাদের যা সিদ্ধান্ত তা তারা নিতে পারতেন। এই যে অধৈর্য্য, আজকে তাদের বক্তব্য রেখে তারা হাউস থেকে চলে গেলেন, এই দৃষ্টিভংগীর অর্থটা কি? সেটা আমাদের দেখা উচিত। গণতন্ত্র আমাদের অধিকার দিয়েছে। আমাদের অধিকার দিয়েছে, বিধানসভার সভ্যদের অধিকার দিয়েছে যে তারা এই সভার মধ্যে তাদের বক্তব্য রাখবেন এবং জনসাধারণের কথা সেখানে তুলে ধরবেন। কিন্তু অবরা দেখলাম তারা তাদের বক্তব্য রেখে হাউস থেকে চলে গেছেন। এর মধ্যে একটা নিহিত অশ্রদ্ধা তাদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং এটা গণতন্ত্রকে অবমাননা করার সামিল। তার কারণ হচ্ছে আমাদের বক্তব্য তাঁরা শুনতে পারতেন, কিন্তু এই যে অশান্ততা একদল বিরোধীদের মধ্যে কাজ করছে, সেটাই আজকে ভারতবর্ষের এই সমস্যাকে ডেকে এনেছে। আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে দলকে খুশি তারা ভোট দেবেন। ভারতবর্ষ ১৯৫২ সন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি নির্ব্বাচন হয়েছে, সেই সমস্ত নির্ব্বাচনে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিক দলকে ভারতবর্ষে শুধু দুইটি দল নয়, ভারতবর্ষে অনেক দল আছে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিভিন্ন দলকে তারা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে, তাহলেও ভারতবর্ষের মেজরিটি জনসাধারণ তারা কংগ্রেসকে দল হিসেবে পাঠিয়েছে, তারা বিশ্বাস করেছে কংগ্রেস দলকে, এই বিশ্বাস একদিনের নয়, এই বিশ্বাস অনেকদিনের, এই বিশ্বাস শংকরাচার্য্যের যুগ থেকে।

কারণ তারা দেখেছেন এতবড় একটা ভারতবর্ষ, ৫৫ কোটি লোকের পরিপূর্ণ মংগল যদি করতে হয় তাহলে কোন দল সেটা করতে পারবে, কোন দল এর সেই ধৈর্য্য এবং ক্ষমতা আছে, সেটা দেখে ভারতবর্ষের জনসাধারণ কংগ্রেস দলকে ভোট দিয়েছে। আজকে যারা বিরোধী দল, যারা চিৎকার করে বলেছেন, সেদিন থেকেই তারা চিৎকার করছেন, জনসাধারণের কাছে তাদের বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু জনসাধারণ তাদের সেই বক্তব্য শুনেনি, বুঝতে চায়নি, কেন বুঝতে চায়নি, কারণ জনসাধারণ হল একটা সম্মিলিত সংস্থা. তারা জানে কংগ্রেস যা করছে সমস্ত করতে পারছে তা নয়, সব কাজই হয়ে যাচ্ছে তা নয়, এক একটা পরিকল্পনা হচ্ছে, কংগ্রেস দলের যেখানে সীমিত ক্ষমতা আছে, সেটা তারা ব্যক্ত করে বলেছেন এতটুকু আমরা করতে পেরেছি এবং এতটুকু করতে পারিনি, এইজন্য করতে পারিনি। এই যে পারা না পারার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এক একটা দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, কাজেই কম বেশী হলেও তারা কংগ্রেস দলকে ভোট দিচ্ছে। আমরা যদি সেই গণতন্ত্রের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখতে পাব প্রথম দিকে পার্লামেন্টে বিরোধী দল এর সংখ্যা প্রায় ছিলনা বললেই চলে, আস্তে আস্তে অধিক সংখ্যক বিরোধী দল আসছে, কিন্তু তাহলেও সব সময়েই পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশের বেশী। তাহলে এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের কি চরিত্র তা প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এই যে আশা, এবং বিগত নির্বাচনে যখন কংগ্রেসের মধ্যে একটা নীরব বিপ্লব সংগঠিত হয়ে যায় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে, সেই সময়ের মধ্যে দেখা গেছে যখন নূতন কর্মসূচী নিয়ে তিনি যখন জনসাধারণের সামনে ১৯৭১ সালে উপস্থিত হলেন, সেখানে জনসাধারণ অধিক সংখ্যক ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে পাঠিয়েছে. কেন পাঠিয়েছে এইজন্য যে তারা বিচার, বিশ্লেষণ করে দেখেছে বিরোধী দল কতগুলো। আজকে যদি বলা হয় এটা ঠিক গণতন্ত্র কি না, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি গণতান্ত্রিক দেশে যদি দুইটি দল থাকত এবং একদল আরেকটি দল'এর সমালোচনা করতেন, হয়তো সেটা ভাল হয়, যেটা অন্যান্য দেশে আছে, কিন্তু এই যে কনভেনশান সেটা সুষ্ঠু বিরোধী দল তৈরী করতে পারেনা। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে দেখা যায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বহু বিরোধী দল, তাদের চিন্তা বহু দিধা বিভক্ত এবং তার জন্য এই যে দ্বিধা বিভক্ত নীতি, তার জন্যই সেখানে তাদের কাজকর্মের মধ্যে একতা নেই, এই জিনিষটা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে, তাই তারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। বিশেষ করে বিগত নির্বাচনের পরে বিরোধীরা যখন দেখলেন যে ভারতবর্ষের লোক কংগ্রেসের নীতি এবং কার্য্যক্রমকে যেভাবে স্বীকার করে নিয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা ক্ষমতাতে আসতে পারবেনা, এবং তারই জন্যে নানাভাবে চিন্তা করে তারা দলও গোষ্ঠি গঠন করেছে এবং তার মধ্যে বিশেষভাবে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি জয় প্রকাশ নারায়ন সেই বিরোধী গোষ্ঠির নেতৃত্বে গ্রহণ করেন, সেই কথা আমার আগের বক্তা মাননীয় সদস্য বলেছেন। তাদের দলের এতবড় একটা জোট হয়েছে, কিন্তু তারা কি কাজকর্ম দেশের সামনে রেখেছেন, কংগ্রেসকে গালাগালি করা ছাড়া, কংগ্রেস কি কি করছেনা, সেগুলি তুলে ধরা ছাড়া তারা আর কি নির্দিষ্ট কার্যক্রম রেখেছেন? তারা বলেছেন যে দেশে দুর্নীতি আছে, কংগ্রেসে দুর্নীতি আছে, আমাদের বিধান সভার মাধ্যমে সেই দুর্নীতি দূর করতে আমরা

চেষ্টা করছি। কিন্তু দুর্নীতি বাজদের যখন ধরা হচ্ছে, তখন যেহেতু তারা তাদের লোক, আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন। যারা দুর্নীতিবাজ, যারা কালো-বাজারী, তাদেরকে যখন ধরা হয়, তখন কোর্টের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে ছাড়াবার চেষ্টা হয় আমি সেকথায় পরে আসছি। এই যে দুর্নীতি, একদিকে বলা হবে দুর্নীতি বন্ধ কর, আরেক-দিকে বলা হবে গণতন্ত্রকে হনন কর। কাজেই যখনই যে আইন করা হচ্ছে, আমরা দেখেছি যে অনেক বড় বড় নাম করা লোক, আইনের ফাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে, যাদেরকে অন্যান্য আইনে ধরা যায় না, তাদের মিসা আইন দিয়ে ধরার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু সেই সংগে সংগে যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে অধিকার আছে, একটা একটা করে আইনের অছিলায় তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে। এই যে একটা ফ্যাসাসী নিয়ে কাজ করছে যে দল, তারা জনসাধারণের সামনে কোন নির্দিষ্ট কার্যাক্রম দিতে পারছে না, জনসাধারণকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া তাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া, আর কোন কার্যক্রম তারা দিতে পারছে না. জরুরী অবস্থা হওয়ার পর তাদের সেই খোয়াবটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে, সেই যে দেশের লোকের অভাবের সুযোগ নিয়ে তারা বিগত তিন বছর যাবত বিভিন্ন ভাবে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে এই এ্যাসেম্বলীতে যে তারা বক্তব্য রেখেছে এবং সেই মতবাদটা তারা পত্র পত্রিকায় পর্য্যন্ত প্রকাশ করে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে যেটার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস যাতে কাজ চালিয়ে না যেতে পারে, দেশের উৎপাদন যাতে ব্যাহত এবং দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করতে তারা চেষ্টা করেছে। তারা আজকে ইন্দিরা গান্ধীর বিচারকে উপলক্ষ করে তারা যেভাবে আন্দোলনে নেমেছে, সেই জায়গাটা আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে আমরা কি দেখি? তারা যদি বলেন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাহলে গণতন্ত্রে যে কোর্ট, সেই কোর্ট বিচার করে দিয়েছে। বিচারের প্রথম ভাগ হচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে বাতিল করে দিয়েছে, কিন্তু যে আইনের বলে ইন্দিরা গান্ধার নির্বাচনকে বাতিল করেছেন বিচারক, সেই আইনের বলে একই বিচারক তাকে যতদিন পর্যন্ত না তিনি আপীল করছেন, ততদিন স্থিতাবস্থার অবস্থায় তাকে তারা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তারা যখন বিচারের প্রথম অংশ মানছেন দ্বিতীয় অংশ মানতে রাজী নন। তাহলে তাদের যে মূল চিন্তা, সেটা আইনকে রক্ষা করার জন্য নয়, তাদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা তারা পরিচালিত হচ্ছেন, যেনতেন প্রকারেণ সেইটাকে রূপদান করা, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন যে দল, গণতান্ত্রিক উপায়ে যে আসীন দল, তাদের ক্ষমতা থেকে চ্যুত করা, তারই প্রতীক হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীকে বেছে নিয়েছেন। কারণ তিনি দলের প্রধান—নেতৃস্থানীয় হচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, সমস্ত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে এবং তারা তখন ক্ষমতায় আসতে পারবেন এই চিন্তাধারা নিয়েই তারা তা করছেন। আমরা যদি জিনিষটাকে পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করি, সুপ্রীম কোর্টে বিচার গেল যখন, তখন তারা বলছেন আমরা বিচারকের কথা মানিনা, জয়-প্রকাশের মত লোক তিনি বলছেন যে প্রধান বিচারপতি বিচার করতে পারবেন না, কে করবেন? উনার মতে যাকে বিচাপতি করলে ভাল মনে হয়, তাকে দিয়ে বিচার করতে হবে। এই দৃষ্টিভংগী—তারা যদি বলেন যে বিচারকে তারা মানেন, তাহলে যেই বিচারক হয়ে আসুকনা

কেন, তাদের সেই বিচারকে মানতে হবে। কিন্তু সেখানে তিনি আবার ডিক্টেট করবেন কে বিচারক হবেন, তাহলে কাকে ডিক্টেটার বলব, ডিক্টেটার তাহলে কারা? তারা কতগুলি মাইনরিটি লোক বা দল, তারা একত্রে চাচ্ছেন আমরা দেশকে পরিচালিত করব, আমাদের অঙুলি হেলনের দ্বারা দেশটা পরিচালিত হউক। এবং তারই জন্য সুপ্রীম কোর্ট থেকে যখন বিচার হল এবং সেখানেও যখন বিচার করে দিলেন তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন ডাকলেন যে ২৯ তারিখ থেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া, কেন? কারণ ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ করছেন না। তাহলে তার অর্থ যেটা বিচার সাব্যস্ত বিষয়, ভারতের সর্বোচ্চ যে আদালত সুপ্রীম কোর্ট তার যে বিচারক তারা সেখানে বিচার করে সমস্ত কথা ব্যক্ত করে দিয়েছেন, কিন্তু তার পরেও তারা ডিক্টেট করছেন যে ইন্দিরা গান্ধী থাকতে পারবেন না। তাহলে ডিক্টেটর কে? ফ্যাসিস্ট কে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক সিদ্ধান্ত করল, এর আগেও জয়প্রকাশ নারায়ণ বলে দিয়েছেন যে পুলিশ বে-আইনী আদেশ মানবে না। বে-আইনী আদেশ কোনটা? যেটা তার ভাল লাগবে না সেটাই বে-আইনী আদেশ হবে। আদেশ যখন দেওয়া হয় সেটা আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়। এবং আন্দোলন যেটা ডাক দিয়েছিল সেটা সুরু করার আগে, তারা আবার মিলিটারীর কাছে আবেদন জানালেন, পুলিশের কাছে আবেদন জানালেন। ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ীতে ঘেরাও করে রাখার জন্য আবেদন জানালেন। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত আজকে ইন্দিরাজী নিয়েছেন, কংগ্রেস সরকার নিয়েছেন, এ না নিলে পরে দেশে গণতন্ত্র থাকত না। কাজেই মুষ্টিমেয় কিছু লোক, তারা চেয়েছিল যে আজকে এমন একটা অবস্থা তারা দেশের মধ্যে সৃষ্টি করবে যেটা হবে সাংঘাতিক এবং আজকে এমারজেন্সী ডিক্লেয়ার করার সংগে সংগে দেখা গেল যে কত জনতা তাদের সংগে আছে। এটা আসার সংগে সংগে আমরা কি দেখি? আমরা দেখতে পেলাম যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রগতিশীল যত দল আছে তারা এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেছে। তারা সমর্থন করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের জনতা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এই এমারজেন্সীকে সমর্থন করেছে। এই সমস্ত দক্ষিণ পন্থী এবং অতি বামপন্থী দলের ক্ষমতা লিপ্সার রাজনীতিতে যাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল, যারা শ্রমিক কৃষকের ন্যায্য মজুরীর আন্দোলনের নামে উৎপাদনকে ব্যহত করে দিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বানচাল করে দিতে চায়, যারা ভারতবর্ষের যোগাযোগের মত রেলওয়েতে ষ্ট্রাইক ডিক্লেয়ার করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জনজীবনকে যারা স্তব্ধ করে দিতে চায়, সেই সমস্ত যে দল তারাই আজকে তার জন্য চীৎকার করছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই যে আইনটা এবং এই জরুরী অবস্থা দুটোই এক সংগে প্রয়োজন ছিল। আরও প্রয়োজন ছিল এই জন্য যে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি। আমার মাননীয় বন্ধুরা বেরিয়ে যাওয়ার আগে গণতন্ত্রের কথা বললেন। এই গণতন্ত্র তো এক তরফা হতে পারে না। তার যেমন একটা অধিকার থাকবে, একটা দায়িত্ব থাকবে, কতখানি সেটা? আজকে কনষ্টিটিউশনের ক্ষমতা দিয়েছে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মার্চ মাসে নির্বাচন আসত। জনসাধারণের কাছে যদি বক্তব্য থাকত তাহলে বিরোধী দল সেই সম্পর্কে

সেই সমস্ত অতি বামপন্থী এবং দক্ষিণ পন্থী দল, তারা তাদের ভাগ্য সেখানে পরীক্ষা করতে পারতেন। জনগণের কাছ থেকে তারা তাদের রায় নিতে পারতেন। কিন্তু তারা এই ছয় মাস অপেক্ষা করতে রাজী নন। কেন রাজী নন? তাহলে গণতন্ত্র কোথায়? যদি ইন্দিরা গান্ধী বলতেন যে ইমারজেন্সীতে নির্ব্বাচন হবে না, এই রকম যদি একটা অবস্থা হত তাহলে একটা বক্তব্য ছিল। ঘোষিত নীতি আছে যে নির্ব্বাচন হবে, এমন কি আমরা শুনেছি আরও আগেও হতে পারে। এই যেখানে সিদ্ধান্ত তাহলে তারা নির্ব্বাচনে যেতে ভয় পাচ্ছেন কেন এবং কেন তারা চীৎকার করছে যে ইন্দিরা গান্ধী হটাও, কংগ্রেস হটাও? তাহলে তারা চাইছে যে এই নির্ব্বাচন পূর্ব্ববর্তী সময়ের মধ্যে জোর করে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে দল, বা সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে দল তাদেরকে আমরা হটিয়ে দেব। এটা ইন্দিরা হটাও কথা শুধু নয়, প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দলটাকেই হটিয়ে দেওয়ার কথা। তাহলে গণতন্ত্রের সংগে যদি তাদের কোন যোগ থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তাদের অধিকারকে ভেণ্টিলেট করতে পারতেন। গণতন্ত্র তো এই কথা বলে নি যে তোমরা পুলিশকে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান জানাও, তোমরা মিলিটারীকে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান জানাও। এই বিদ্রোহ যদি হয় তাহলে তো গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তো বিদ্রোহ হতে পারে না। তাহলে ফ্যাসিস্ট কে? যারা বলে যে আমরা কনষ্টিটিউশনকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি, এটা হচ্ছে তাদের ক্যামোফ্লেজ বা গণতন্ত্রের বুলিগুলিকে বলে তাদের মূল বক্তব্যকে, মনের যে ইচ্ছা সেটাকে লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা। কাজেই যে গণতন্ত্রের কথা বলছি সেটা তারা চায় না। তারা মিলিটারী পুলিশ দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে একটা ডিক্টেটরশীপ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কারণ তারা বিপ্লবের ইতিহাস দেখেছে যে প্রথম পর্য্যায়ে যারা বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষমতা তারা রাখতে পারে না। প্রায় অনেক বিপ্লবেই এটা দেখা গেছে। সেটা পরে আলোচনা হবে, আমি সেই পয়েন্টে যাচ্ছি না। অথচ দেখা যায় তারা দেশের ভেতর একটা অরাজকতা সৃষ্টি করে তার ফসল নিয়ে, পেছন থেকে তাদের মনোমত ডিক্টেটরশিপ পরিচালিত করা যায় কি না সেটাই ছিল তাদের লক্ষ্য এবং সেজন্যই আজকার দিনে এই জরুরী আইন চলছে। আরও প্রয়োজন এইজন্য যে আজকে গণতন্ত্র করার জন্য, আমরা যে গণতন্ত্র করছি, সেই গণতন্ত্র কিসের জন্য? সেই গণতন্ত্র সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এই গণতন্ত্র আমাদের ব্যক্তির অধিকার দেয়। কিন্তু সেই অধিকার কতখানি পর্য্যন্ত? আজকে একজনের অধিকারের জন্য কি লক্ষ লক্ষ লোকের অধিকার বঞ্চিত হবে? আজকে যখন কয়েকজন স্মাগলার, আইনের খুঁটিনাটি এড়িয়ে লুকিয়ে স্বর্ণ এনে যখন নাকি তারা ব্যবসা করল, সাধারণ আইনে তাদের ধরা যাচ্ছে না এবং যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক দেশ একটা স্মাগলিং যদি হয় আজকে যখন কয়েকজন স্মাগলার--তারা অত্যন্ত গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে আইনের নানারকম খুঁটিনাটি করে স্বর্ণ এনে দোকানে বিক্রী করে ব্যবসা করছে, সাধারণ আইন-এ তাদেরকে ধরা যাচ্ছে না। যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ, আমাদের আইনে এইরকম আছে যে একটা স্মাগলিং যদি হয়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে জিনিষটা আনা হয়ে থাকে যদি স্মাগলিং আইনে ধরতে যায়, তাহলে একপার থেকে আরেক পারে আসার সময় সেই জায়গায় যদি ধরা না যায়, তাহলে তাকে ধরা যায় না, সেটাকে রোধ করার

জন্য আইন করা হয়েছে যে অস্থিরিক্ত কোন জিনিষ যদি বিনা লাইসেন্সে এইভাবে রাখা হয়, তাহলে সেটাকে ধরতে পারবে। আমাদের আইনের ধারার মধ্যে এইরকম আছে, কারণ আমরা ব্রিটিশ থেকে আইনকে ধার করে এনেছি, সেখানে বলা হয়েছে নির্দোষ লোক যেন কোন অবস্থাতেই সাজা না পায় এবং একজন নির্দোষ লোককে মুক্ত করতে গিয়ে যদি ১০ জন দোষী লোককে ছেড়ে দিতে হয়, তা' দিতে হবে এবং আমাদের কনষ্টিটিউশানের ভিতর এই বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের ভাবতে হবে আমাদের দেশে এই ধরনের বিচার ব্যবস্থা থাকবে কি না ? সমাজের প্রয়োজনে আজকে যে আইন, সেটা সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির বা একজন ইণ্ডিভিজুয়েলের স্বার্থে সেটা হতে পারে না। আজকে দক্ষিণ পন্থী রাজনীতিবিদ, যারা চীৎকার করছেন, আজকে সমাজতন্ত্রবাদ গণতন্ত্র এই নয় যে যারা ব্ল্যাক মার্কেট করে, চোরাবাজারী করে, কালোবাজারী করে অধিক অর্থ মুনাফা লুটবে, আর অন্য দিকে মানুষ না খেয়ে মরবে এবং দেশের আইনে তাদের সেই অধিকার থাকবে তারা সেটা নিয়ে কোর্ট করতে পারবে, আজকে আমরা কি সেই গণতন্ত্র রাখব, সেই জিনিষটা আমাদের ভাবতে হবে। আজকে কিছু কালোবাজারীর জন্য, কারণ তাদের অর্থ আছে, তারা জানে যে আমাদের অর্থ আছে, আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করছি, সেই অর্থ দেশের বড় বড় উকিলকে দিয়ে আমরা কোর্ট থেকে মুক্ত হয়ে যাব এবং মুক্ত হয়ে আবার লুট করব, এই যে অবস্থা, দেশের মধ্যে চলতে পারে না। কাজেই দেশে যে জুডিশিয়েল ইনষ্টি- টিউশান আছে, ইট ইজ ফ্রি ফ্রম দি একজিকিউটিভ এবং তাকে আরও সুন্দর করার জন্য আমাদের যে জুডিশিয়ারী বেঞ্চ ত্রিপুরার জুডিশিয়ারী সেটাকে একজিকিউটিভ থেকে আমরা আলাদা করে দিয়েছি, তাহলেও জুডিশিয়ারী একটা ব্লক দ্বারা দেশের মধ্যে পরিচালিত হবে না দেশের সমাজ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করে পরিচালিত হবে, আজকে সেটাও দেশের মধ্যে ভাবনার বিষয়।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. today, The Minister speaking will have the floor.

শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আপতকালীন নিরপত্তার ব্যাপারে যে মোশানটা এনেছেন—

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ রিগার্ডিং সাসপেনশান অব রুলস–

শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা :— সেই রিজল্যুশানের উপর যে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সময়ে আমি বাইরে ছিলাম। ডিভিশানের সময় এলার্ম ঘন্টা দেওয়া হয়, কিন্তু সেইরকম কিছু না হওয়ায়, আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারি নাই, কাজেই আমার নাম আপনার রেকর্ডে থাকার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনার নাম রেকর্ডে থাকবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম এই যে গণতন্ত্র সমাজবাদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে আইনের ধারা কি হবে একথাটাই আজকে বলছিলাম যে আজকে আইনও সমাজের প্রয়োজনের সংগে পরিবর্তিত হয়। এটা খুব ভাল কথা, নীতিগত দিক দিয়ে জুডিশিয়ারী সেপারেট আছে, সেপারেট থাকবে, তারা পার্লামেন্ট বা বিধানসভা থেকে যে সমস্ত আইন পাশ হয়, সেটা কনষ্টিটিউশান সম্মত কি না, নিশ্চয়ই সেটা দেখবার তাদের অধিকার আছে, তাহলেও আজকে এটাও দেখতে হবে যে আইনকে কতখানি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। আজকে যে আইন পার্লামেন্ট বা বিধানসভা পাশ করে দেয়, অধিকাংশের সমর্থন নিয়েই সেই আইন পাশ হয়। কাজেই আইনটা পাশ এর ব্যাপারে যে দল জনতার দ্বারা নির্বাচিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই সেই সমস্ত জনতার অভিমতকে নিয়ে সেটা আইনে রূপদান করছে। কাজেই অনবরত এবং প্রতিক্ষেত্রে যদি এই আইনকে নিয়ে, তার কচকচি নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে সেটাকে নিয়ে কোর্টে যদি চ্যালেঞ্জ হতে থাকে এবং যদি দেখা যায় কারণগুলো আইনসংগত নয়, শুধু বাধা দেওয়ার জন্য বা আইনের প্রসেসকে ডিলেটারী করার উদ্দেশ্যে যদি এটা করা হয়, তাহলে পার্লামেন্টকে সতর্কতার সংগে আইনগুলোকে করতে হবে, যাতে আইনের উদ্দেশ্য মামলা, মকদ্দমার দ্বারা ব্যাহত না হয়, সেটা আজকের দিনে বিশেষভাবে দেখার প্রয়োজন হয়েছে। আরও রয়েছে এইজন্য যা আমি এখন যেকথা বলছিলাম যে নীতি থেকে আইনটা আমরা নিয়ে এসেছি যে আজকে একজন নির্দোষ যাতে সাজা না পায়, তার জন্য যদি ১০ জন আসামীকেও ছেড়ে দিতে হয় তাহলেও সেটা করা যেতে পারে, কিন্তু একজন নির্দোষকে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু আজকে যে সমাজ ব্যবস্থা তাতে আমরা ধাপে ধাপে দেখছি যে অন্যায় বাড়ছে। কাজেই আইনের যে সমস্ত লুপ-হোলস আছে সেগুলি নিয়ে, তথাকথিত সমাজবিদ্রোহী আমি বলতে পারি কিংবা নাও বলতে পারি কিন্তু সকলেই সেই সুযোগটাকে নিয়ে যারা সমাজের মধ্যে দুর্নীতি করছেন অন্যায় করছেন বা অবিচার করছেন তারা সেই সুযোগ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে আমার মনে হয় যে আইনের আরও কঠোরতা এবং তার মধ্যে আরও সমতা আনা এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অ্যাফিনিটি ইত্যাদি তার আইনের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা যাতে ব্যাহত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আজকের যে আইনটা সেটাও সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টের যে আইনটা, সেটা সেই উদ্দেশ্যে এসেছে। এর আগেও অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন গণতান্ত্রিক সুযোগ নিয়ে এই একটা প্রবণতা কিছু সংখ্যক তথাকথিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তারা আজকে আইনের কূট তর্ক নিয়ে জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে কারণে অকারণে ব্যতিব্যস্ত করছে। আমরা জানি আজকে থেকে প্রায় ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এর আগেও বিধানসভাতে বা যখন সেসান ছিল না, তার বলে অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রবণতাটা খুব দেখা যাচ্ছে যে এই যে পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে যে স্যাটিসফ্যাকশান অব দি গভর্ণর বা প্রেসিডেন্ট আজ দি কেস যে বী তাকে চ্যালেঞ্জ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। যদিও এর আগে যে কয়েকটা কেস হয়েছে তাতেও কোন কোর্ট স্বীকার

করেনি কিন্তু বর্তমানে যে ধরণের একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাতে আইন কানুন সহজ করা উচিত, কারণ একদিকে যিনি আইনের বিচার পেতে চান, তার উকিল মোক্তার টাকা পয়সা দিয়ে অনেক সময়ও নষ্ট হয়। সেজন্য পার্লামেন্টে অধিকাংশ সদস্যের ভোটের উপর দ্বারা এটা করা হবে যে এই যে বয়ানটা যে ' গভর্ণর বা প্রেসিডেন্ট যদি স্যাটিসফায়েড হন, আজকে কনস্টিটিউশান খুললেই এটা দেখা যাবে যে এই যে স্যাটিসফেকশানটা এটা হচ্ছে পার্সোন্যাল স্যাটিসফেকশান অব দি গভর্ণর বা প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তিনি পার্সোন্যাল স্যাটিসফায়েড হচ্ছে কিনা এটা বিচার্য বিষয় হচ্ছে। এটাও যদি আজকে বিচারের তালিকাভুক্ত হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে জুডিসিয়ারী এসে যাচ্ছে। কাজেই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের যা করণীয় কাজ সেটা সহজভাবে করতে পারছে না। কাজেই সেখানে আইনের ভিতর দিয়ে ম্যাজরিটির ইচ্ছাটাকে প্রতিফলিত হবে কিন্তু সেখান থেকে যদি ডিভিয়েশান বা সরে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বা জুডিসিয়াল প্রবণতা যদি প্রবল হয়ে উঠে তাহলে তার মধ্যে একটা সীমানা টেনে দেওয়া উচিত এবং এটা গণতান্ত্রিক সম্মত এবং সেজন্যই যে প্রস্তাব র‍্যাটিফিকেশনের জন্য এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে. এই সম্পর্কে আমার নিরপেক্ষ যে দৃষ্টিভংগী, এই দৃষ্টিভংগীতেই আমি বলছি। কারণ এখানে বিভিন্ন দলের যে দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীকে সামনে রেখে, সমর্থনে এবং অসমর্থনে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, আমি ঠিক কোন দলীয় দৃষ্টিভংগীতে এটাকে বিচার না করে আমি সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র যে দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে বলছি যে সংবিধানটাকে সংশোধন করার জন্য এখানে বিল আনা হয়েছে এবং আমরা জানি যে বিলটা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পার্লামেন্টের দুইটা হাউসে পাশ হয়েছে, তবে আমি যে দৃষ্টিভংগীতে দেখছি, এই জায়গাতে এই সংশোধনের মাধ্যমে এই জিনিষটা আমার কাছে উপলব্ধি হয়েছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক শক্তি যাতে নাকি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী দল আত্মপ্রকাশ করতে না পারে এবং বর্তমানে যে শাসকদল, তাদের নিজেদের দলীয় নেতৃত্বটাকে বজায় রাখার একটা পথ করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই রাস্তা অবলম্বন করা হয়েছে, এটা থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ এটা সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য আমি রাখতে চাইনা, শুধু কয়েকটা কথা বলব। বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে, সেই ঘটনাকে আমি তুলে ধরছি। গত সেশানের মধ্যে আমরা দেখেছি যে এই জায়গাতে বেশ কিছু আলোচনা—জনগণের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে, এবং দেশের গণতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারে, দেশের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে এখানে আলোচিত হয়েছিল এবং আমি জানি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২১ দফা যে কর্মসুচী, এটা তো নুতন কর্মসূচী নয়, যখন ভারতবর্ষে কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই এই কর্মসূচী এবং এই কর্মসূচী সম্পর্কে এখানকার যে রুলিং পার্টি, তার অধিকাংশই একবাক্যে সমর্থন করেছে, কিন্তু তার মধ্যে দেখা গেছে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে সমর্থন করতে গিয়ে—কংগ্রেসের যে নীতি তারা পুরোপুরি সমর্থন করেছে কিন্তু

আজকে এই অর্ডিন্যানস্ এমারজেন্সীর পরিপ্রেক্ষিতে, এমারজেন্সীর সুযোগে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের সুযোগে দেখা যাচ্ছে যারা নিজের মতের বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে কিভাবে দুর্বল করা যায়, কিভাবে তাকে ধ্বংস করা যায় সেইদিকেই তাদের নজরটা বেশী। আমি এই দিকে দেখি যে আমাদের কংগ্রেসী সদস্য তাপস দে এবং সমীর বর্মণ. আমি দেখছি আলোচনার সময়ে ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসের সমস্ত কর্মসূচী তারা সমর্থন করেছে বার বার। * * * * * * *

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, this point is irrelevant. This statement is cxpunghe from the proceedings of the House.

শ্রীবুলু কুকী :—আজকে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সংশোধনের জন্য, আজকে যারা নাকি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল আছে, গণতন্ত্রে সে কথা সংবিধান স্বীকৃত যে দল, তাদের যে অধিকার, সেই অধিকারের ভিত্তিতে তাদের কোন কিছু বলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে মাত্র একটা দলের উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে বন্ধ করে দেওয়াটা একটা অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার দৃষ্টিভংগীতে তাই মনে হচ্ছে। আর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা জানি ভারতবর্ষের মধ্যে চীনের ব্যাপারে, পাকিস্তানের ব্যাপারে এমারজেন্সী হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারণ বিদেশী আক্রমনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে দাঁড়িয়েছিল বা সরকারকে সমর্থন করেছে যাতে নাকি কোন আভ্যন্তরীণ গণ্ডোগোল সৃষ্টি না করতে পারে, সমস্ত গণতান্ত্রিক দল, অবশ্য এর মধ্যে কিছু অন্য মতেরও থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত মানুষ এক বাক্যে এমারজেন্সীকে সমর্থন করেছে এবং বিদেশী আক্রমনকে রোখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আজকে আমরা দেখছি যে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এমারজেন্সী দেওয়া হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার যে দৃষ্টি ভংগী, অবশ্য এটা বিপন্ন হতে পারে। আমরা চাই না আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন হোক এবং সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে যে পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই প্রশ্ন যদি আসে তাহলে জনসাধারণের মত নিয়ে সংবিধান সম্মতভাবে তা করতে হবে। অন্যভাবে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে এবং বিদেশী চক্রের সংগে সহযোগিতা করে কেউ যদি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রতিটি গণতান্ত্রিক দল এবং সরকারের সংগেই আমি একমত। কিন্তু এই আভ্যন্তরীন নিরাপত্তাটাকে বিঘ্নিত করছে কে? এই সুযোগ পেল তারা কোথা থেকে? আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে অর্থ নৈতিক সংকট দিনের পর দিন যখন বেড়ে যাচ্ছে, তারা যখন বাঁচার কোন পথ পাচ্ছে না এবং এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিদেশী জাতি, তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে উস্কিয়ে সরকারকে উত খাত করার জন্য চেষ্টা চালায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শুধু আইনের মধ্য দিয়ে হবে না এবং আইনের মাধ্যমে দমন করা যাবে না যদি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনজীবনকে আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ার জন্য, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যদি বৃদ্ধি করতে না পারি, তাহলে আইন করে কোন গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাবে না।

* * Expanged as ordered by the Chair

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীযুক্ত কুকী :—আর এক মিনিট স্যার।

আমরা জানি যে গভর্ণমেন্ট এক আদেশ জারী করেছেন যে দোকানে দোকানে প্রাইস লিষ্ট টানিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আগে যে দর ছিল, বর্তমানে সেই দরই লিষ্টে আছে, কেবল তেল ছাড়া, অন্যান্য জিনিষের দাম আরও বেড়েছে অতএব এই যে প্রাইস লিষ্ট, তার কি মূল্য আছে আমি জানি না। আজকে নিয়ন্ত্রিত দর যদি থাকে, নিয়ন্ত্রিত দরে জনসাধারণ যদি খরিদ করতে পারে, সাধারণতই জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হবে না, জনসাধারণের অর্থনৈতিক যে সংকট, সেখান থেকে তাদের বাঁচানোর যদি সরকারী প্রচেষ্টা না থাকে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তার সুযোগ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে। কাজেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভংগীকে সামনে না রেখে, দেশের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে, সংগে সংগে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, প্রতিটি মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই এখানে যে রিজল্যুশান এসেছে, সেই রিজল্যুশান সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমি দেখছি যে আইন আছে—যেমন উপজাতির ব্যাপারে ১৯৬০ সালে যে আইন করা হয়েছে—

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার। প্লীজ টেক ইউর সীট।

শ্রীযুক্ত কুকী :—কিন্তু সেই আইন কার্যকরী না হওয়ার ফলে উপজাতিদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সরকার যদি আইনকে ঠিক ঠিক মত কার্য্যকরী করতে পারতেন, তাহলে আজকে এই বিক্ষোভ হত না। সেই জন্যই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি সমস্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণের যে অভাব, অভিযোগ এবং তাদের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে যাতে নাকি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস। মাননীয় সদস্য আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখবেন। ১০ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১০ মিনিটে শেষ হবে না। যথাসম্ভব আমি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় আইন মন্ত্রী ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে সংবিধানের যে ৩৮তম সংশোধন করা হয়েছে তাকে র‍্যাটিফাই করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। এই আইন সংশোধনের মারফতে সংবিধানের আর্টিকল ১২৩, ২১৩ ২৩৯ (বি) ৩৫২, ৩৫৬, ৩৫৯ এবং ৩৬০ এই কয়েকটি ধারাকে সংশোধিত করা হয়েছে। এই সমস্ত ধারায় ১২৩ নং ধারায় আমাদের রাষ্ট্রপতি যখন দেশের মধ্যে কোন জরুরী অবস্থা জারীর প্রয়োজন দেখা দেয় তখন অর্ডিন্যানস জারী করার ক্ষমতা আছে। ৩৫২ ধারায় আছে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কিংবা বহি:শত্রুর আক্রমনের কারণে যদি কোন পরিস্থিতি ঘটে তাহলে দেশের জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। ৩৫৬ ধারায় রাষ্ট্রপতি সরকারের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারেন এবং ৩৬০ ধারায় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ইমারজেন্সী ঘোষণা করতে পারেন। এই সমস্ত যে ধারা সংবিধানে আছে সেই সমস্ত ধারায় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা কোন হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট বিচারের অপেক্ষা না করে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাই ফাইনাল

হিসাবে গৃহীত হতে পারে। কোর্টের বিচারধীন হওয়ার যে প্রস্তাব তা পরিবর্তন করে এই সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। কাজেই এই সংশোধনী আমি সমর্থন করছি। এই সংশোধনী আমি যখন সমর্থন করছি তখন সি, পি, আই, কেন এই সংশোধনী করছে এটা ক্ল্যারিফাই করতে চাই। কারণ আমাদের দেশের পার্লামেন্টে এই সংশোধনীগুলির বিরোধিতা করেছে সমস্ত দক্ষিণপন্থী দল এবং সি, পি, এম, সহ সমস্ত বামপন্থী উগ্র দল। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করলাম ত্রিপুরা বিধানসভায় সি, পি, এম, এর এম. এল, এ,রা এই সংশোধনীর বিরোধিতা করে সভা ত্যাগ করলেন। কাজেই দক্ষিণপন্থী এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের মধ্যে সি, পি, এম এর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যে সমস্ত বামপন্থী হোয়াইট ওয়াশ দেওয়ার চেষ্টা চলছে তাতে যে জনসাধারণের মনে কোন কোন অংশের মনেই যেন কোন বিভ্রান্তি না হতে পারে সেজন্য আমি সি, পি, আই, এর ষ্ট্যাণ্ডটা পরিস্কার করতে চাই কেন আমরা এই সংশোধনীকে সমর্থন করলাম। কারণ সি, পি, এম, এর এই সমস্ত কার্য্যকলাপে উৎসাহ দৃষ্টিতে কিছুটা বিপ্লবী বিপ্লবী মনে হতে পারে কারো কাছে। কিন্তু তারা তাদের একটা সম্পূর্ণ ভুল অপুরচনিষ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং এর জন্য, টেরোরিজমের আণ্ডারস্টেণ্ডিং এর জন্য, সম্পূর্ণ একটা কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানের জন্য তারা যে সমস্ত কার্য্যকলাপ আজকে করেছে সেই সমস্ত ক্রিয়া প্রত্যেকটি পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের দক্ষিনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলকে সাহায্য করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তকে সাহায্য করছে। আমি তাদের আহ্বান করছি, এখনও তাদের যথেষ্ট সময় আছে এখনও তাদের ফিরে আসা উচিত। কাজেই সি, পি, আই, কেন বর্তমান সংবিধান সংশোধনকে সমর্থন করছে আমি তা ক্ল্যারিফাই করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবিধানের অর্থ কি? সংবিধান হল একটা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি যে কাঠামো, সুপার স্ট্রাকচার সৃষ্টি হয়, সেই সুপার স্ট্রাকচারকে বিধিবদ্ধ করার কতগুলি বিধান। কোন দেশের সুপার স্ট্রাকচার চিরকাল এক রকম থাকে না। যখনসমাজের বেসিসের পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে, কণ্টেনটসের পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে, তখন কন্টেননটসের পরিবর্তন ফর্মের সম্মুখীন করে তুলে। সেই সময়ে যদি কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন ফর্মের মধ্যে সুপার স্ট্রাকচারের মধ্যে আমদানী করা হয়, কোন প্রগতিশীল পার্টি, কোন রিভলিউশনারী পার্টি, সেই পরিবর্তনকে বিরোধীতা করতে পারে না, সেই পরিবর্তনকে সমর্থন করতে হয়। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে, স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু ঘটনাবলী আছে যা দিয়ে আমরা এই সমস্ত ঘটনাকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করতে পারি। আমরা জানি ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের পরাজয় ঘটে। ভারতবর্ষের পরাধীনতা আরম্ভ হয় এবং ১০০ বছরের মধ্যে বিভিন্ন রকম ছোটখাট ঘটনা ঘটা সত্বেও ১৮৫৭ সালে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোদ্ধে। দেশ জোড়া একটা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু সেই সিপাহী বিদ্রোহের দাবী কি ছিল? সিপাহী বিদ্রোহের দাবী ছিল যে দিল্লীর সম্রাটদের শেষ বংশধর বাহাদুর শাহকে ক্ষমতায় পুন প্রতিষ্ঠিত করা। সিপাহী বিদ্রোহের দাবী ছিল না জওহরলাল নেহেরুর মত একটা জাতীয় নেতৃত্বে একটা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠণ করার এবং সিপাহী বিদ্রোহের যারা সৈনিক অর্থাৎ তাঁতীয়া তোপি, মহারাণী লক্ষী বাই যাকে ঝাঁসীর

রাণী বলা হয়, সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মহারাজা নন্দকুমার, মহারাজা টিপু সুলতান, মহারাজা রঞ্জিত সিং। এই সমস্ত সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক রাজা মহারাজারা ভারতবর্ষের আন্দোলনের যে প্রথম গণজাগরণ ১৮৫৭ সালে সৃষ্টি হয় সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তখন তারা ছিল ভারতবর্ষের একটা স্বাধীনতা সৈনিক। সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মহারাণী লক্ষ্মী বাই, যাকে বলা হয় ঝাঁসীর রাণী, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মহারাজা নন্দকুমার, সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মহারাজা টিপু সুলতান, সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মহারাজা রঞ্জিত সিং, এইসব রাজা মহারাজারা ১৮৫৭ সালে যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম গণজাগরণের সৃষ্টি হয়, সেটা হয় এই সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে, তখন তারা ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সৈনিক। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, ১০০ বছরের মধ্যে সামাজিক বেস—ভারতবর্ষের কন্টেন্টটে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তা মরণকে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত দেয়। ১৯৫৭ সনের যে সমস্ত সৈনিকরা সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈনিক বলে গণ্য হয়েছিল, ১৮৪৭ সনে স্বাধীনতার সময় স্বাধীনতা বিরোধী ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ছিল, যে জন্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমেই রাজন্যবর্গের বিলোপ সাধন করতে হয়েছিল। আমাদের দেশে প্রজাতান্ত্রিক সরকার, ১৮৫৭ সালে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যেত তাহলে ক্ষমতায় আসত বাহাদুর সাহ, ক্ষমতায় আসত সিরাজদ্দৌল্লা, অর্থাৎ রাজা মহারাজার হাতে আমাদের দেশ রাজতন্ত্রের বিরোধী, গণতন্ত্রের অগ্রগতি, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অগ্রগতি, যে সমস্ত ব্রিটিশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবর্তন, সমাজের কনটেন্টে ঘটছে, সেই সমস্ত পরিবর্তন, বেসের পরিবর্তন, সুপার স্ট্রাকচারকে সাংঘাতিক ভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ১৮৫৭ সালে যারা ছিল বিপ্লবী সৈনিক, স্বাধীনতার সৈনিক, তাদের রাজতন্ত্র খতম হয়ে গেছে ১৯৪৬ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আজকে ১০০ বছর পরে সমাজের কনটেন্টে পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই যদি কেউ ১৮৫৭ সালের সেই বিপ্লবীদের, সেই স্বাধীনতার সৈনিকদের যদি ১৯৪৭ সালে সমর্থন করেন, তাদের রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যদি দেশের কোন পরিবর্তন এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমদানি করার চেষ্টা হয়, তার যদি কেউ বিরোধীতা করে, তাদের আমরা ন্যায়সংগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলব। তারা সমাজের কনটেন্টের যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনকে সুপার স্ট্রাকচারের রূপ দেওয়ারই চেষ্টা করছেন, দেশের মধ্যে তারা প্রতিক্রিয়াকে রাখছেন, প্রগতিকে, দেশের অগ্রগতিকে তারা বাঁধা দিচ্ছেন বলেই আমরা ধরে নেব। কাজেই আজকে আমরা দেখছি সি, পি, এম, যে সমস্ত বামপন্থী এবং দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থকদের নিয়ে হোয়াইট হাউস করার চেষ্টা করছে, এটা আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাদের আমি অনুরোধ করব, তারা জানুন আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থাটা আজকে কি? আমাদের দেশের স্বাধীনতার গত ২৭ ২৮ বছরের মধ্যে বিপুল মনোপলি গ্রুপ গড়ে উঠেছে, এই সমস্ত মনোপলি গ্রুপ, এই সমস্ত একচেটিয়া গ্রুপ এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, আজকে সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে চূড়ান্তভাবে পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, ভিয়েতনামে ইন্দোচায়নায়—বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদী মার খেয়ে পর্যাদুস্ত হচ্ছে। পর্তুগাল, গ্রীস, প্রভৃতি জায়গায়, ফ্যাসিস্ট গভর্ণমেন্ট একমাত্র চীনের মধ্যে যেখানে সি, আই, এ, ৮০ লক্ষ ডলার খরচ করে সেখানে নির্বাচিত সরকারকে

পরাস্ত করে, চিলিতে এক প্রতি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছে, আর সমগ্র দুনিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদাদের ষড়যন্ত্র গণতন্ত্রের কাছে পরাস্ত হচ্ছে। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশে সি, আই, এ, মারফত টাকা খরচ করে প্রতি বিপ্লবী সরকার গঠন করা: ষড়যন্ত্রকে সফল করার চেষ্টা করছে এবং খাস কোর্টেও সি, আই, এ, বাহিনী ঢুকে পড়ে তদারকী চালাচ্ছে এবং তারই প্রতিফলন আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদাদের পত্র পত্রিকার মধ্যে যে প্রচার কার্য তার ভিতর দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ' যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পর্তুগাল, গ্রীস, পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ এসিয়া, আরও বিভিন্ন জায়গায়, যেমন আরব মহাদেশ ভিয়েতনাম, ইন্দুচায়না, সমস্ত দেশে আমরা দেখছি পর্যদুস্ত হয়ে ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়ায় একটা মারণাস্ত্র—এর নৌঘাটী স্থাপন করল এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে একটা যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য অবস্থার সৃষ্টি যখন করেছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশের দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এবং এই সমস্ত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া শক্তি শুধু যে আজকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করতে আরম্ভ করছে তা নুতন কথা নয়। এলাহাবাদের রায় যদি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও যেত তবুও তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এর কথা বলতেন। কারণ এলাহাবাদের রায় শুধু একটা ডেমক্রেটিক কাভার দিচ্ছে এলাহাবাদের রায়কে সফল করার জন্য। হাইকোর্ট দেখাচ্ছে, রায় দেখাচ্ছে জুডিসিয়ারী দেখাচ্ছে। কিন্তু জুডি-সিয়ারীর ব্যবস্থার মধ্যে যে ২০ দিনের জন্য যে একটা ষ্টে অর্ডার দেওয়া হয়েছে সেই ষ্টে অর্ডার তারা হিসাবের মধ্যে আনছে না। কোন লোকের যদি নিম্ন আদালতে ফাঁসীর অর্ডার হয় সেই লোক যদি একটা ষ্টে অর্ডার নিয়ে উচ্চ আদালতে আপীলের জন্য সময় পায় তাহলে কোন লোক কি বলবে যে ঐ আপীলের রায় বেরুবার আগে নিম্ন আদালতের রায় কার্যকরী হয়ে যাক? আমার মনে হয় এই সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যভাবে তারা করেছে। তারপরেও তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট? এই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে একটা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেটিক কাভার দিয়ে ২৯শে জুন সমগ্র ভারতবর্ষের একটা প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র করার জন্য অন্তরালে তারা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করছে আজকে সবকিছু একস্পোজড, আজকে সব কিছু জানা যাচ্ছে। আনন্দমার্গী বাহিনী, আর এস, এস, বাহিনী, জনসংঘ, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীরা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছে। কাজেই এই অবস্থায় যখন কোন কোন রাজনৈতিক দল; সি, পি, এম, এর মত রাজনৈতিক দল, বামপন্থী দল, এই ঘটনাবলীকে এইভাবে বামপন্থী হোয়াইট ওয়াশ দেওয়ার চেষ্টা করে তখন সঙ্গত কারণেই এর বিরোধিতা করা এবং সঙ্গত কারণেই তাদের আহ্বান জানাই, তোমরা এই সমস্ত থেকে সরে এস। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে যে ক্রাই তারা তুলল সেই ক্রাইকে সফল করতে না পেরে এবং বিহারে জয়প্রকাশের আন্দোলন যখন তারা ছড়িয়ে দিতে পারল না, তখন তারা সুরু করেছেন টেররিজম, তারা এল, এন, মিশ্রকে খুন করেছে, ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, এলাহাবাদে হাইকোর্টের রায়ের সময়ে তাকে খুন করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল এটা আজকে কে না জানে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত ঘটনাবলী শুধু নয়, তারা চেয়েছিল সমস্ত ভারতবর্ষে একটা নন্-ষ্টাপ বগ ইলেকশান পার্লামেন্টারী আবগাওয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মধ্যে আমদানী করা। সেই অস্থির পরিস্থিতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পার্লামেন্টারী ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেই অস্থির পরিস্থিতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের

ক্ষেত্রে একটা উর্বর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। কাজেই তারা চেয়েছিল পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেটিক সিষ্টেমের মধ্যে একটা নন্-ষ্ট্যাবিলাইজেশান পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সমগ্র দেশে, কেউ বুঝে হোক কেউ না বুঝে হোক যদি সেই নন-ষ্ট্যাবিলাইজেশনের পরিস্থিতিকে সাহায্য করে, তারাই জয়প্রকাশের প্রতিবিপ্লবী শক্তির জন্য একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করছে। সি, পি. আই, সেই ব্যবস্থার বিরোধী। কাজেই আজকে আমার সি. পি. এম, এর মাননীয় সদস্যরা বলে গেছে যে আমরা ২১ দফার পক্ষে জরুরী অবস্থা কাদের জন্য? জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ কনট্রাডিক্টরী কথা। জরুরী অবস্থা কাদের জন্য? জরুরী অবস্থা যারা ২১ দফার বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে, যারা জরুরী অবস্থাকে বাধা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী তার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী কমিটির বৈঠকে বলেছেন যে আমরা বার বার ঘোষণা দিয়েছি যে আমরা এই কর্মসূচীগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করতে পারি নাই। কিন্তু এবারকার ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হবে যারা ঐ ঘোষণার প্রতিবন্ধক তাদের সম্পর্কে আমরা দেখছি। কাজেই জরুরী অবস্থা মনোপলির বিরুদ্ধে, জরুরী অবস্থা টেরোরিজমের বিরুদ্ধে। জরুরী অবস্থা বটল্‌নেকের বিরুদ্ধে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জরুরী অবস্থাকে বিরোধিতা করে ২১ দফাকে সমর্থন করার কারণ বুঝি না। ২১ দফাকে কার্যকরী করতে হলে যারা ২১ দফাকে পরাস্ত করে দিতে চায় তাদের আমাদের পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী সিষ্টেমের যে কয়েকটি মেঝার আছে সেই মেঝারগুলি প্রয়োগ করতে হবে। পলাশীর যুদ্ধে যদি মীরজাফরের কান ধরে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে বন্ধ করে রেখে মোহনলাল মীরমদনকে সেনাপতি করার ক্ষমতা এবং সাহস থাকত তবে সিরাজৌদ্দৌলাকে আরও বেশী ভারতবর্ষের ইতিহাসে বীর বলে জ্ঞান করা হত। মীরজাফরদের জন্য ডেমোক্রেসী? তারপরেও জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করা? মীরজাফরদের কোন ডেমোক্রেসী ভারতবর্ষ মানে না। মীরজাফরদের চেনে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোক মীরজাফরদের চেনে। কাজেই জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে যে ষড়যন্ত্র চলেছে, সেই ষড়যন্ত্র গণতন্ত্রকে সাহায্য করার ষড়যন্ত্র নয়, মানুষের অর্থ নৈতিক সংকটের দরুণ যে ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ আছে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রতি বিপ্লবীকে কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্র। জনসাধারণকে খাদ্য এনে দেওয়ার পরিকল্পনা জয়প্রকাশের নেই, মজুরী বৃদ্ধির পরিকল্পনা জয়প্রকাশ নারায়নের নেই, জয়প্রকাশ হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংগে আমাদের মিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে, জয়প্রকাশ নারায়ন বলেছেন। রাশিয়ার চাইতে চীন ভাল জয়প্রকাশ নারায়ন বলেছেন। আমাদের দেশে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প গড়ে উঠেছে, সেগুলি ব্যাক্তিগত দায়িত্বে দিয়ে দেওয়ার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ন বলেছেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কনট্রোলের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সমস্ত কনট্রোলকে ডি-কনট্রোল করার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ন চাইছেন। জয়প্রকাশ নারায়ন চাইছেন মনোপলি ব্যবসা গড়ে উঠুক, পুঁজিপতি এবং স্মাগলারদের রাজত্ব গড়ার চেষ্টা করছেন। ব্ল্যাকমার্কেটকে হোয়াইট করার চেষ্টা করছেন, এইজন্য আমরা জয়প্রকাশের বিরোধী। যারা জয়প্রকাশ নারায়ণকে সমর্থন করতে গিয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগকে ডেকে এনেছেন, তারা বুঝেই হউক আর না বুঝেই হউক, আমি বলেছি তারা দেশের সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা পোষণ করছেন। (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও দুই চার মিনিট সময় দিতে হবে) (মিঃ স্পীকার: আপনি বলুন)।

মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা প্রতিক্রিয়া ক্যাম্প এবং একটা প্রগতি ক্যাম্প এর মাঝখানে কোন শর্টকাট থাকতে পারে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। নিরপেক্ষতার কোন অবস্থান এর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। প্রগতি ক্যাম্প এর মধ্যে বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন লোক আছেন, তাদের মধ্যে বন্ধুসুলভ মনোভাব থাকতে পারবে না এটা আমি মনে করি না, কাজেই প্রগতির ক্যাম্পে প্রগতিশীলরা আসবে, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তবুও প্রধান মন্ত্রীর যে ঘোষণা এবং অন্যান্য যে সমস্ত ঘোষণা একচেটিয়া পুঁজিকে পরাস্ত করার জন্য, সেগুলি কার্যকরী করার জন্য গণোদ্যোগ যদি সৃষ্টি না করা হয়, তাহলে দক্ষিণ পন্থা প্রতিক্রিয়াকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি, গত বাজেট অধিবেশনেও আমি বলেছি যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং প্রগতিকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছে। আমি আজকে বলছি যে ২৬শে জুন 'এর পূর্ববর্তী পরিস্থিতি আর ভারতবর্ষে ফিরে আসবেনা, ভারতবর্ষ নতুন পথে অগ্রসর হতে সুরু করেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী—ভারত সরকার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের স্মাগলারদের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের মনোপলি ক্যাপিটালিষ্টদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের দালালদের বিরুদ্ধে যে পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেটিক সিষ্টেম তাকে ধ্বংস করার যে চেষ্টা করা হয়েছে, সেই চেষ্টাই এই ২৬শে জুনকে সৃষ্টি করেছে, এটা অগণতান্ত্রিক নয়, এটা সম্পূর্ণ ডেমক্রেটিক এই অর্থে যে আমাদের দেশে কোন চুরি, ডাকাত বিদেশ এর দালাল, সমাজ বিরোধী, বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী থাকতে পারবে না। ন্যাশন্যাল আর প্রো-ন্যাশন্যাল, এণ্টি-ন্যাশন্যাল প্রো-ন্যাশন্যাল ফোর্স, এই দুই ডেমক্রেসী একসঙ্গে থাকতে পারে না। যদি ন্যাশন্যাল ফোর্সের জন্য এটা হয় ডেমক্রেসা, তাহলে এণ্টি-ন্যাশন্যাল ফোর্সের জন্য এটা হবে ডিক্টেটরশীপ। কাজেই ডেমক্রসীকে আমরা এইভাবে বুঝি এবং যারা ডেমক্রেসী বুঝেন তারাও এইভাবেই বুঝেন। কাজেই আজকে যা ঘটেছে, সেটা আমাদের ডেমক্রেসীর বিরুদ্ধে নয়, এটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং ভারতবর্ষের সংবিধানসম্মত, ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার পক্ষে এটা অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য বুলুকুকা মহাশয়ের অবস্থান সম্পর্কে বলছি, তিনি বলেছেন তার বক্তব্য রাখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তার সংগে সংগে আমি বলছি তার আণ্ডারলাইন করা উচিত ছিল জয়প্রকাশ যে একটা নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য মিলিটারীকে কল দিয়েছিলেন, এটা তার ডেমক্রেটিক রাইট এর অন্তর্ভুক্ত কি না? জয়প্রকাশ নারায়ন যে বলেছেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রধান মন্ত্রীর বিচার করতে পারবেন না, এই যে অর্ডার তিনি জারী করেছেন, সেটা তার ডেমক্রেটিক রাইট এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? কাজেই ডেমক্রেসী এবং ফ্যাসিজম এর মাঝখানে কেউ যদি নিরপেক্ষ থাকতে চান, আমি তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলব কিছুদিন পরে বুঝবেন যে এটা সম্ভব নয়। হয় ফ্যাসিজম নয় ডেমক্রেসী। ফ্যাসিজম সাধারণ বিষয়বস্তু নয়। আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সরাসরি যোগ সাজসে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদারীতে যে একনায়কতান্ত্রিক সরকার চলছিল, সেটা চলতে দেওয়া হলে, সমগ্র মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রকে প্রগতি বিরোধী ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, ভুমি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে, তার সংগে কোন মধ্যপন্থা—নিরপেক্ষতার স্থান নেই। আমি সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত

জনসাধারণকে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করব তারা যেন বর্তমান অবস্থায় যে জটিলতা, কম্প্লিকেট পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা উপলব্ধি করার জন্য। উপলব্ধি করতে বলছি এইজন্যে যে, যারা ডেমক্রেসী বুঝেন, তারা বুঝবেন যে বর্তমান জরুরী অবস্থা ডেমক্রেসীর এগেইনষ্টে যাবে না, বরং ডেমক্রেসীকে আরও শক্তিশালী করবে। জয়প্রকাশ নারায়ন যে করাপশনের বিরুদ্ধে ফাইটের নাম করে ভারতবর্ষে একটা ডিভিশান ক্রিয়েট করার ষড়যন্ত্র করছিলেন, সেটাকে আমরা ডেমক্রেটিক মুভমেণ্ট মনে করি না, সেটা আমরা ফ্যাসিজম বলেই মনে করি এটা প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতি বিপ্লবী আক্রমণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এই যে জরুরী অবস্থা এটা আমাদের ডেমক্রেটিক রাইট, গণতান্ত্রিক অধিকার। আমাদের দেশে কোনরকম বোটলনেক, কোনরকম আমলতান্ত্রিকত', বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভবনা নাই। আমি মনে করি এই সমস্ত জিনিষ ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের পক্ষে অগ্রগতির রাস্তা প্রসারিত হবে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় সমগ্র ঘটনাবলী সম্পর্কে, আমাদের দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই সমস্ত অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য আমি এই বিধান সভায় বক্তব্য রেখে আমি এই রেক্টিফিকেশান প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— আমি একটু বলতে চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে সংবিধানের ৩৫২ থেকে ৩৬০ এই যে আর্টিকলগুলি আমাদের পার্লামেণ্টে পাশ হয়েছে এবং এই হাউসে র‍্যাক্টিফিকেশনের জন্য এসেছে, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং আজকে যে দেশে জরুরী কালীন অবস্থা চালু হয়েছে গত ২৬শে জুন থেকে আমাদের রাষ্ট্রপতি যেটা করেছেন এটা সম্পূর্ণ সংবিধানসম্মত। আমরা জানি যে এই সংবিধান তৈরী হয়েছিল ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষের মানুষকে, ভারতবর্ষের প্রজাতান্ত্রিক মানুষকে একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ইতিপূর্বেও সংবিধানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা এইটুকু জানি যে আজকে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক দল প্রধান রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস দল, সেই কংগ্রেস দল ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী যে দল, সেই দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা ভারতবর্ষে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করব। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান সেই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন আমরা দেখি যে বিগত পার্লামেন্টের সময়ে, যেমন রাজন্য-ভাতা এবং রাজাদের যে সুযোগ সুবিধা, প্রিভিলেজ, সেটা এখন অ্যাবলিশড করতে গেল এবং তার আগে গোলকনাথ কেসে আমরা দেখলাম যে সেখানে সুপ্রীম কোর্ট এবং সংবিধান বাধা হয়ে দেখা দিল এবং সেখানে দেশের স্বার্থে কংগ্রেসের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী সমাজবাদের জন্য প্রশ্ন মানুষের সামনে রেখে, সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন মানুষের সামনে রেখে তিনি নির্ব্বাচনে তার দলকে নিয়ে মানুষের সামনে যাবলেন। আমরা দেখলাম যে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে

দুই তৃতীয়াংশ আসন দিয়ে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করল। এর দ্বারাই বুঝা যায় ভারতবর্ষের মানুষ সমাজবাদ চায় এবং তার জন্য একটা সংবিধান সংশোধনে তাদের সমর্থন ছিল। আজকে রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা জারী করেছে সেটা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা জানি যে ৩৫২ ধারার যে চ্যাপটার সেখানে ৩৬০ পর্যন্ত আরও কতগুলি অধিকার দেওয়া আছে রাষ্ট্রপতির উপর। কিন্তু এর আগেও আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে সেই সমস্ত অর্ডিন্যান্স বা রাষ্ট্রপতির হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয় এবং যার ফলে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের মানুষের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা সেই উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজকে এখানে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং সেটা র‍্যাকটিফিকেশন করতে আমরা চাইছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংবিধানের পরিবর্ত্তন বা যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স জারী করবেন, এই ব্যাপারে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে যাওয়া চলবে না, তার সিদ্ধান্তই সংসম্মত সিদ্ধান্ত হবে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে আমরা কি চাই, ভারতবর্ষের মানুষ আজকে সমাজবাদ চায়, সেই সমাজবাদের পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে,—যেমন আমরা দেখছি যে আমাদের এখানে যদিও সমাজবাদ চালু আছে, তবু আজকের দিনে বড় বড় মনোপলি ক্যাপিটেলিস্ট ২৪/২৫টি পরিবার আজকে ভারতবর্ষে যে পরিকল্পনাগুলি রূপদান করতে চলেছি, সেগুলির অধিকাংশ টাকা তাদের হাতে যেয়ে পৌচেছে, যার ফলে দরিদ্র মানুষের তাতে কোন উন্নতি হয়নি। কাজেই এই যে বৈষম্য, সেই বৈষম্যকে যদি দূর করতে হয়,—মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই ভারতবর্ষ নয়, কাজেই এই যে প্রতিকূল অবস্থা সেই অবস্থা থেকে মুক্তি যদি পেতে হয়, তাহলে জরুরী অবস্থা, এই অবস্থা দরিদ্র এবং দরিদ্রতর মানুষের স্বার্থেই ঘোষিত হয়েছে এবং এটার প্রয়োজন আছে। আমি বিশ্বাস করি যে ৩৬০ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে যে অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়েছে, সেই ক্ষমতাবলে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার মূল কারণ যেগুলি আছে, সেগুলি দূর করার জন্য ঘোষিত হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও কতকগুলি সংশোধনী বিল আমাদের সামনে আনব এবং যেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য সমাজবাদকে রূপদান করা, সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে আমাদের যে প্রধান নেত্রী তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন যে ইন্দিরা এবং ইণ্ডিয়া এক, এই বলে তারা সমালোচনা করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে যে আজকে কংগ্রেস ছাড়া ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় দল আর দল নেই যে দাবী করতে পারে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন তাদের পেছনে আছে এবং দ্বিতীয়ত: আজকে কংগ্রেসের মধ্য থেকে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর কোন নেত্রী নেই যিনি দেশকে এবং কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে পারে, এবং সেই হিসাবে আমরা যদি বলি যে আজকের ভারতবর্ষ এবং ইন্দিরা গান্ধী এক, তাহলে সেটা খুব অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ, অগণিত মানুষ এই দাবী বা এই শ্লোগান সমর্থন করবেন এবং পরিশেষে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আই উড কল নাও অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা এইখানে কনৃষ্টিটিউশনের সংশোধনী বিল যেটা পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে সেটা আমরা এখানে র‍্যাটিফাই করতে চাইছি। কেন এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল ? জরুরী অবস্থা দেশে ছিল প্রশ্ন অনেকের মনের মধ্যে আছে, জরুরী অবস্থা দেশে থাকা সত্বেও আবার জরুরী অবস্থা কেন ? এই সম্পর্কে আমাদের ল' মিনিষ্টার তাঁর বক্তব্যে কিছুটা আভাষ দিয়েছেন। আমি সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলতে চাই না। মাননীয় সদস্য বুলু কুকী মহাশয় এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে বক্তব্যে যা রেখেছেন এটা জরুরী অবস্থার স্বপক্ষে আমার মনে হয়েছে, যদিও তাঁর ইচ্ছাটা কি আমি সেটা বুঝতে পারি নাই, তবুও আমার যতটুকু মনে হয়েছে যে, যে যে কারণ গুলি তিনি দেখিয়েছেন বিরোধিতার সেই কারণগুলির জন্য এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেখা দিয়েছে এর জন্য যে আভ্যন্তরীণ সংকট, সেটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার দরকার পড়েনা : তার আগে সি, পি, আই সদস্য তার বক্তব্য পরিস্কার ভাবে রেখেছেন। আমরা গণতন্ত্রের পূজারী আমরা গণতন্ত্র চাই, এই দেশে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তাও সংবিধানের মধ্যে থেকে। সংবিধানকে লোপাট করে দিয়ে নয়। মানুষের অধিকারকে হরণ করে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি এবং সংবিধানে যেটা এসেছে তারও উদ্দেশ্য, সেটা প্রেসিডেন্টের অর্ডার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আজকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে দেশে যখন এই প্রশ্নটাকেও গণতন্ত্রের নামে, আইনের নামে, কনৃষ্টিটিউশনের নামে চ্যালেঞ্জ করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং কতগুলি কেস রয়েছে অলরেডি ইন দি কোর্ট। আজকে একদিকে আমরা বলব যে মানুষের অবস্থার উন্নতি হোক, আমরাও সবাই ২১ দফা দাবীর নীতি সমর্থন করি, যারা বিরোধিতা করে বেরিয়ে গেলেন, তারাও বললেন ২১ দফা তারা সমর্থন করেন। কিন্তু কেন এই ২১ দফা কার্য্যকরী করা যাচ্ছিল না ? কেন যাচ্ছিল না সেই প্রশ্নটাতেই আমি আসছি, যেটা বুলু কুকী মহাশয় বলেছেন, হয়ত আর একটা কথা, সেটা হয়ত অন্য একটা কারো কথা, সেটা হয়ত আমাদের পক্ষে চলে আসত না। আর যারা বিরোধীতা করে বেরিয়ে গেলেন আমি বুঝতে পারলাম না ২১ দফাটা মানছেন, জরুরী অবস্থাটা মানতে পারেন না। যারা বিরোধীতা করে বেরিয়ে গেলেন, তাদের কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না। তারা ২১ কর্ম্মসূচী মানলেন, অথচ জরুরী অবস্থা মানলেন না এটা যদি কোন দলের হয়ে থাকে এবং দলের বলেই আমি মনে করি। এই এ্যাসেম্বলীতে, মাননীয় সদস্যরা নিজেরাই অবগত আছেন, এই এ্যাসেম্বলীতে ফ্লোরে দাড়িয়ে, এই দলের নেতা যিনি, তিনি জয় প্রকাশের কর্ম্মধারাকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য বুলু কুকী মহাশয় যেটা স্মরণ করতে পারেন কি না এবং যারা আজকে বিরোধীতা করে বেরিয়ে গেলেন, তার অর্থ আমি যতটুকু মনে করি জয়প্রকাশকে সমর্থন করার জন্যই তারা বেরিয়ে গেলেন, অন্য কথাগুলি বাজে কথা। যে দল জয়প্রকাশকে সমর্থন করার জন্য, জয়প্রকাশের পেছনে দাঁড়াবার জন্য তাদের পার্টি কালারকে বর্জন করে জয়প্রকাশকে সমর্থ করতে পারে, সেই দলকে বামপন্থী বলব না দক্ষিণপন্থী বলব, অথবা সুবিধাবাদি বলব—কোন সংজ্ঞায় ফেলব আমি জানিনা। কাজেই তাদের বিরোধিতা কোন পর্য্যায়ে যেয়ে পড়েছে এবং বুলু কুকী মহাশয় কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পড়েছেন, আমি জানিনা, তিনি কাদের সংগে জড়িত হয়ে পড়েছেন তাও আমি জানিনা। তিনি বক্তব্য

মত ব্যক্ত করেছেন। সি, পি, আই সদস্য ঠিকই বলেছেন যে স্বতন্ত্র মানুষ আছে, আজকের দিনে স্বতন্ত্র কথাটার অর্থটা কি? তারা কোনটা মানেননা? ২১ দফা মানেননা, জরুরী অবস্থাটা মানেননা গণতন্ত্র মানেননা, কোনটা মানেননা, আমার স্বতন্ত্র কোন জায়গায়? মানুষের জন্য? মানুষের অধিকারের জন্য যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে ২১ দফাকে স্বীকার করে তিনি বলেছেন যে কংগ্রেস দলের এই ২১ দফা কর্মসূচী আগেও ছিল, এই প্রগ্রাম আগেও ছিল। কিন্তু এই প্রগ্রাম কেন কার্য্যকরী হলনা তার ইতিহাসটা জানতে হবে, তার ইতিহাস পড়তে হবে, জানতে হবে। এটাকে অত সহজভাবে চীৎকার করে গেয়ে চলবে না, বিরোধীতা করার জন্য বিরোধিতা করলে চলবে না, এটাকে বুঝতে হবে যে কংগ্রেসের একটা ইতিহাস আছে, সমাজ আজকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, সময়ের সংগে সংগে এর পরিবর্ত্তন হচ্ছে, রূপান্তর হচ্ছে, সেই পরিবর্ত্তনে যারা নেতৃত্ব দিতে পারছেন, সেটা হচ্ছে কংগ্রেস দল এবং তার যিনি নেতৃ বা নেতা যিনি থাকেন, তারা যদি সেখান থেকে কোন সময় বিচ্যুত হয়ে যান, তাহলে সরিয়ে জনসাধারণই আবার নূতন নেতা সৃষ্টি করে এবং কংগ্রেসকেই আজকে রাখবেন। এবং এই পরবর্ত্তিত ইতিহাসের গতিপথে দেখা যাচ্ছে বহু নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন একটা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এবং তিনি এসে আবার একটা পরিবর্ত্তন এনেছেন, একটা প্রগ্রাম তিনি রেখেছেন, দেশবাসীর সামনে। ১৯৭১ সনের আগের ইতিহাস একরকম, তার পরের ইতিহাস আরেক রকম, কিন্তু সেদিন থেকে—১৯৭১-৭২ সনের পর থেকে কি ইতিহাস ধারণ করেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথায় কাজ করতে দেওয়া হয়েছে? দক্ষিণ পন্থী দল যারা, এবং বামপন্থী সেই নামাবলী গায়ে যারা, তারা কোথায় কাজ করতে দিয়েছে? ফ্যাক্টরী বন্ধ করে রেখেছে, মজুরদের মজুরী বাড়াতে হবে—হ্যাঁ, মজুরী বাড়াতে হবে, তার অর্থ কি প্রডাকশান বন্ধ করে দেব? কর্ম্মচারী আন্দোলন আমরা সমর্থন করি কারণ তার বেতন বাড়াতে হবে, হ্যাঁ বাড়াতে হবে, তার বাঁচার সুযোগ দিতে হবে, তার অর্থ কি এই যে কর্ম্মচারীরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে তার বাঁচার অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে? কাজেই কতকগুলি প্রশ্ন এসে যায়, সেই প্রশ্নগুলি যদি আজকে দেখি তাহলে স্বতন্ত্র বা নিজস্ব ওপিনিয়ন বলে যে কথাটা ব্যক্ত করতে চান, সেটা স্বতন্ত্র বলে কোন প্রশ্ন নেই, তার মাত্র একটা পথ, যেটা সি, পি, আই, সদস্য বলেছেন, সেটা আমিও মানি যে, আমরা ভারতবর্ষের লোক, আমরা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করছি, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করছি, আমাদের সমাজবাদে পৌঁছাতে চাই এবং সেই পথে আমরা ধাপে অগ্রসর হচ্ছি, সেই ধাপটাকে আরও দ্রুত যাতে করা যায়, সেইজন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার দরকার ছিল। কারণ এই বামপন্থী নামধারী এক শ্রেণীর লোক আর দক্ষিণপন্থী যারা, এরা মিলে দেশটার মধ্যে, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ বললেই এই ২১ দফা মানা হল না। আমরা মানি, আমরা অমুক কাজটাকে মানি, একবার ইন্দিরা গান্ধীর নাম নিয়ে তারপর যতসব অপকর্ম করে গেলাম, তাহলে তো বিড়লা টাটা সবাই ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ বলছে। তাতেই হয়ে গেল? ইন্দিরা গান্ধী খুশী হয়ে গেলেন, আমার দেশবাসী খুশী হয়ে গেল, আমরাও খুশী হয়ে গেলাম। এই কথা আজকের দিনে বললে চলবে না। কেন জরুরী অবস্থা এল সেটা ভাবতে হবে। আজকে শুধু স্লোগানের উপর নয়, আজকে প্রমাণ

করতে হবে যে জরুরী অবস্থা এই জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। জরুরী অবস্থা কারো অধিকার হনন করার জন্য, যাদের উপবাসী রেখে, অনশনে রেখে যাদের পেট মোটা করেছে, মজুতদারী করেছে, আর যাদেরকে প্রেটার দেওয়া হয়েছে যে সব ইলিমেন্টস আমি এই কথা বুঝি না। সব দলের মধ্যে কিছু কিছু ইনফিলট্রেশান হতে পারে। এটা সি, আই, এ, এর হতে পারে, অন্য কোন কিছু হতে পারে। তারা বলতে পারেন যে তারা স্বতন্ত্র ওপিনিয়ন দিয়েছে, আমরা কোন দলভুক্ত নই। সেদিন গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলে আর, এস, এস'কে সমর্থন করার মত লোক ছিল। জনসংঘকে যদি গ্রেপ্তার করা হত তাহলে এই হাউসেই চীৎকার উঠত স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে। উপায় ছিল না। আর আমি অবাক হয়ে যাই, বামপন্থী বলে আর স্বতন্ত্র বলেই তারা পরিচয় দেন, তিনি বামপন্থী দলে ছিলেন, হয়ত মতভেদ হয়েছে, সবটা হয়ত গিলতে পারেন নি, তার মধ্যে কিছু থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম না কেন বিরোধীতা করছেন জরুরী অবস্থার। গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, তাদের বাঁচার অধিকারের জন্য যদি তিনি ঠিকই উদগ্রীব হয়ে থাকেন তাহলে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার পেছনে এসে দাঁড়াবার দরকার আছে এবং ২১ দফা যাতে জরুরীভিত্তিক রূপায়ন করা যায় তার প্রচেষ্টায় সামিল হওয়ার দরকার আছে। শ্রমিকদের কি আছে না আছে সেই ইতিহাস আমরা বলতে পারব। সেই ইতিহাস অনেক পুরনো ইতিহাস, আজকের ইতিহাস নয়, আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। '৭১-৭২ সন থেকে আজকে যে অবস্থা এসেছে তারপর আজকে '৭৫। ১৯৫০ সনের কনষ্টিটিউশান আজকে '৭৫ সনে যদি বলে এই কনষ্টিটিউশনকে হুবহু রাখতে হবে তাহলে ঐ যে লোকগুলি না খেয়ে আছে তারা কোর্টের কাছে গিয়ে বিচার পাবে না ওখানে বিচার পাবে যারা একসপ্লয়েট করেছে তাদের কাছে, যারা জয়প্রকাশ নারায়নের সংগে ছিল, যারা বামপন্থী নেতা বলে ভাওতা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এল, এই এ্যাসেম্বলীতেই আমি শুনেছি সেদিন চীৎকার করছে হাজার হাজার মানুষ এসেছে পাহাড় থেকে যে এ্যাসেম্বলী বাজেট যাতে পাশ না হতে পারে। কেন, কিসের জন্য? কারা এরা? এই বাজেটকে পাশ করতে দিতে হবে। সেখানে প্রায় চার মাস লাগল, কেন কিসের জন্য? কারা তারা? এই অবস্থা কোনদিন চলতে পারে না। এটা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস একই, কোন ব্যতিক্রম নাই। কে গেল, কে রইল তা আজকের দিনে বিচার হবে না, কোন প্রশ্ন নেই, এটা কোন দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মিনিষ্টার কি নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে? প্রেসিডেন্ট যে ডিক্লারেশান দিয়েছেন তা যাতে চ্যালেঞ্জ না হতে পারে তার জন্য এই সংশোধনি বিল এসেছে। যাতে কোর্টে গিয়ে পুরানো যে আইন কনষ্টীটিউশান, সেই কনষ্টীটিউশানকে ভিত্তি করে আজকের পরিস্থিতিতে যা করা দরকার, সেখানে ১৯৫০ সনে দাঁড়িয়ে আজকে যদি ১৯৭৫ সনকে বিচার করতে চাই, তাহলে অনেকের বিচার ভুল হবে, অনেকের বিচার অগণতান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু যারা প্রগতিবাদী, যারা এগিয়ে যেতে চান, যারা সমাজের সংগে তাল রেখে চলতে চান, যারা মানুষের কথা বলতে চান, তাদের আজকে এই জরুরী অবস্থার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করতে হবে এবং ২১ দফা কেন দিলেম সেকথা বুঝতে হবে। আজকে জরুরী অবস্থায় এই ২১ দফা ঘোষণা করার কারণ কি?

এই ২১ দফা—যে কথা উনারা বলেছেন যে কংগ্রেসের আগেও ছিল, সেটা আমি মেনে নিচ্ছি, তাহলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার মানে কি সেটা বুঝতে হবে, না বুঝে কথা বললেতো চলবে না। কেন হয়েছে জরুরী অবস্থা ? জরুরী অবস্থা হয়েছে এই ২১ দফা কার্যসূচিকে কার্যকরী করার জন্য এবং জরুরী ভিত্তিতে করার জন্য এবং যে একে মানতে পারবে না, যে একে সহযোগিতা করতে পারবে না, তার গণতান্ত্রিক অধিকার আমাকে মেনে নিতে হবে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা পার্লামেন্টে বসে বসে আইন রচনা করব ? মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে আইন রচনা করা হবে এবং সেখানে যদি বাঁধার সৃষ্টি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই বাঁধা দূর করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষের সার্থে, সমস্ত দেশবাসীর সার্থে, ৬০ কোটি মানুষের সার্থে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই ২১ দফা কার্যসূচীর— এই জন্য যে এর ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন শ্রমিকদের বেনিফিট দিচ্ছেন, আরেকদিকে প্রডাকশান বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যারা পড়তে পারে না, কাপড়'এর ব্যবস্থা আজকে পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি, যাদেরকে বাঁধা দিয়ে রাখা হচ্ছে, মালিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা আন্দোলন কর, মজুরী বাড়াও বাড়াও বলে ধর্মঘট কর, প্রডাকশান শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ হচ্ছে অন্যদিকে দেশের মধ্যে যে জিনিষের প্রয়োজন নেই, সেই জিনিষের প্রডাকশান হচ্ছে, বিদেশের জিনিষ প্রডাকশান হচ্ছে যার উপর আমার কনট্রোল নেই, আমি কোন জরুরী অবস্থা— আমি কোন আইন করতে পারি না, তাহলে আমি কোর্টের কাছে যাব, কোর্টে সমস্ত ব্যাপারে যাওয়া—একটা ব্যাপারে অন্ততঃ ধারাগুলিতে প্রেসিডেন্টের যেটা জুরিসডিকশান এবং আপনারা সকলেই জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রাইম মিনিষ্টার নিজেও বলেছেন যে এটা ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য এটা করা হয় নি, এটার মধ্যে ব্যক্তিগত সার্থ জড়িত নয়, দলিয় প্রশ্নও এর মধ্যে জড়িত নয়, এই প্রশ্ন এসেছে যারা এই মতবাদের বিরোধী, যেকোন দলের নামাবলী গায়ে থাকুক না কেন, কংগ্রেসের মধ্যে যদি ইনফিলট্রেশান হয়ে থাকে, কোন দলের, যদি কারও মনের মধ্যে ডিস-স্যাটিকফেকশান গ্রো করে থাকে, তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে কি হবে যদি ঐ ২১ দফা কার্য্যসূচীকে কার্য্যকরী না করতে পারি এবং সেজন্যই আজকে সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে এক সংগে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সি, পি, আই বলুন কংগ্রেস বলুন এবং আরও যারা আছেন, যারা ৬০ কোটি মানুষের কথা চিন্তা করবেন, তাদের খাওয়া পড়ার কথা ভাববেন, সেখানে যেসব বাধা আছে, সেইসব বাধা দূর করার জন্য আজকে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, যে সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই কাজটাকে যাতে জনসাধারণের সমর্থনে, সেই কাজটা যাতে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য আজকে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে, প্রগতিবাদী শক্তিকে আজকে এগিয়ে যেতে হবে। আর তার বাইরে যদি কেউ থাকেন, কেউ যদি মনে করে আমি স্বতন্ত্র হয়ে বসে আছি, আমি দেখব কোথায় যাচ্ছে। তাহলে দেখতে দেখতেই জীবন যাবে, জনসাধারণের উপকারে আসবে না। জনসাধারণ এগিয়ে যাবে। যেকথা সি, পি, আই সদস্য বলেছেন, সত্যি কথা, ১৯৭২-এ যা

হয়েছে এই ১৯৭৫ এর আগের ইতিহাস ফিরে আসবে না। জনতার সামনে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সেটা যদি আজকে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে না দেওয়া যায়, সেই শক্তিটাকে আহ্বান করে, সঙ্ঘবদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ করে এই ভেস্টেড ইন্টারেষ্টার মধ্যে বামপন্থী হোক আর দক্ষিণ পন্থী হোক যারা এই কাজের বাঁধা সৃষ্টি করবে সেই বাঁধা অপসারণের জন্য এই পন্থা নেওয়া হয়েছে, এই ৩৯তম সংশোধন। হয়ত বা দরকার হলে আরও সংশোধন আসবে। ১৯৫০ সনে যে কনষ্টিটিউশান তার প্রশ্ন নয়। ওখান থেকে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। আজকে অনেক দূর, ১৯৭৫, ১৯৭৬ এ কি দাঁড়াবে আমি বলতে পারছি না। আজকে ভারতবর্ষ কেন, আপনারা অন্যান্য দেশের দিকে দেখুন, পৃথিবীর ইতিহাস বদলে যাচ্ছে, আজকে ভারতবর্ষে নানা পরিবর্তন আসবে, তাদের চাওয়া পাওয়ার নানা পরিবর্তন আসবে এবং বাঁচার প্রশ্নটা আসবে। কাজেই আজকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে আজকে একটা কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা আজকে যাদেরকে অবহেলা করেছি, যাদেরকে শোষক করে আমরা সম্পদ সৃষ্টি করেছি, সম্পদ বাড়িয়েছি নিজেদের এবং যেখানে ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট গ্রো করেছে, সেগুলি আজকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেই সম্পদ এককভাবে কিংবা দলগত স্বার্থের জন্য সেটা প্রয়োগ করা যাবে না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান বলেই আজকে সংবিধানকে বাতিল করা হয় নি। বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে, বহু সন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশে কনষ্টিটিউশনকে বাতিল করা হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় নি। পুরনো কনষ্টিটিউশনকে বদল করে নতুন কনষ্টিটিউশন করা হয়েছে। সেদিন কিন্তু মাননীয় বুলু কুকীকে দেখা যাবে না, সেদিন আর তার কথা বলার অধিকার থাকবে কিনা, আমার কথা বলার অধিকার থাকবে কিনা, আমি জানি না আমাদের সেই দুর্দিন যদি আসে, আমরা সেই দুর্দিনকে চাই না। আমরা গণতন্ত্রকে মূল্য দিই এবং ইন্দিরা গান্ধীও মূল্য দেন বলেই আজকে সংবিধানের মধ্যে থেকে এই জরুরী অবস্থাকে ঘোষণা করা হয়েছে, শুধুমাত্র একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে যাতে কোর্টের কাছে বারে বারে যারা যায়, যারা যেতে পারে, এই গরীব মানুষগুলি যেতে পারে না। যারা না খেয়ে থাকে, যারা কাপড় না পরে থাকে তারা সংশোধনের জন্য যাচ্ছে না কোর্টের কাছে। যাচ্ছে কারা? যাদের আঁতে ঘা লাগছে তারা যাচ্ছে। আজকে যদি তাদের উপর ঘা পড়ে থাকে তার জন্য বুলু কুকী মহাশয় কেন বিরোধীতা করবেন? আমার মনে হচ্ছে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনি এটা বিরোধীতা করতে চান নি। কিন্তু তার বোধ হয় মনের মধ্যে একটা কিছু রয়েছে যে কারণে তিনি খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার তাৎপর্য আভ্যন্তরীণ সংকট এবং আপনারা জানেন যে আভ্যন্তরীণ সংকট ছাড়া বিদেশী আক্রমণ হওয়াটা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে কোথাও একটা দেশকে জয় করার অবস্থা আজকের দিনে আসে না। কারণ বিভিন্ন জায়গায় যে পাবলিক ওপিনিয়ন এবং সেখানে যেসব রাষ্ট্রগুলি রয়েছে, সমাজবাদী রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলি, বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা আমি বলছি, তারপর আরও গোষ্ঠিনিরপেক্ষ একটা গ্রুপ রয়েছে, যারা আজকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তারা কোন গোষ্ঠিভুক্ত

আজকে কোটি কোটি মানুষ বস্ত্র পাচ্ছে না, আজকে ফ্যাক্টরীতে সরকার অফিসগুলিতে কাজ হবে না। তথাপি আমি বলব, আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, আমার বাঁচার অধিকার, শুধু আমার বাঁচার অধিকার, কারণ আমি কথা বলতে শিখেছি। আর বিনিময়ে আমি বলছি ঐ লোকগুলির কাছে যে পরিকল্পনার কাজগুলি পৌছে দেওয়ার কথা সেগুলি আমি করব না, সেখানে ফাঁকি দেব, সেখানে টাকা আদায় করব, ঘুষ খাব, সবকিছু করব আর অধিকার, আমার বাচার অধিকার, আমার বেতন বৃদ্ধির অধিকার, এ চলতে পারে না, চলতে দেওয়া উচিত নয়।

যদি কেউ দেশসেবী থাকেন, যদি কেউ দেশপ্রেমিক থাকেন, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে যদি প্রশ্ন জাগে, তাহলে বলব জরুরী অবস্থার ২১ দফা কার্যসূচী—একে কার্যকরী করার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে বলা উচিত যে এই তোমাদের পাওনা, তার জন্য লড়াই করতে হবে, যে কেউ হোক আমি দল বাছিনা, মতবাদের প্রশ্ন বিচার করি না, আমি বিচার করি এই, কাজের মাধ্যমে আজকে বিচার হবে কে কোন দিকে, এটা বক্তৃতার কথা নয় ভাল ভাল কথা বললেই—ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ বললেই কংগ্রেসস্থান পূর্ণ হয়ে যাবেনা, যদি আমরা কাজগুলি করতে না পারি, গণতন্ত্র মনোভাবাপন্ন যারা, যারা সেই মানুষগুলির কাছে তাদের অধিকারের কথা, নিয়ে যাবে এবং সেই অধিকার পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করবে এবং সেই কার্যসুচিকে রূপায়িত করবে এবং তাদের কাছে যাতে সেই বেনিফিটগুলি যায় তাদের যাতে অন্ন জুটে, তাদের যাতে কাপড় জুটে, সেইজন্য লক আউট বন্ধ করতে হবে, কর্মচারীদের ষ্ট্রাইক বন্ধ করতে হবে এবং সকলকে সমান জায়গায় আনতে হবে, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষ বলতে পারবে যে আজকে আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আবার নুতন করে স্বপ্ন দেখতে পারব। এই বলে এই সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now the discussion is over, I am putting the Resolution vote

The question before the House is the resolution moved by Shri Monoranjan Nath, Law Minister—

'That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Bill, 1975, as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into the Constitution (Thirty-eight Amendment) Act, 1975.'

The Resolution was put to vice vote, but as Shri Jitendra Lal Das, C. P. I demanded for division, the decision was taken by show of hands.

(The Resolution was passed by 37–0 votes, one abstained.)

Mr. Speaker :—The Hause stands adjourned sine die,

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—11-6-76—170